বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬২, সংখ্যা ০৮, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৫
আগস্ট ২০১৮

এ সংখ্যায়

- জাতীয় শোক দিবস পালন
- রোভারিং টু সাকসেস: জীবনের জন্য শিক্ষা
- সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ
- জাতির পিতার সংগ্রামী কারাজীবন
- তথ্য প্রযুক্তি
- স্বাস্থ্য কথা
- বিজ্ঞান বিচিত্রা
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬২ ■ সংখ্যা ০৮
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৫
আগস্ট ২০১৮

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোঃ মিরাজ হাওলাদার

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

আগস্ট মাস বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জন্য শোকাবহ মাস। বিশ্ব মানচিত্রে লাল সবুজের পতাকাবাহী একটি সোনার দেশ বাংলাদেশ। স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে এদেশটি অর্জন হয়। যার আহবান ও নেতৃত্বে উদিত হয় লাল সবুজের দেশ-সেই মহান নেতা বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাত বরণ করেন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। জীবনভর সংগ্রাম আন্দোলন-কারাভোগের মাধ্যমে যে আপোষহীন মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কবর খুঁড়ে রেখেও অমানসিক নির্যাতন ও জুলুমের মাধ্যমে দমিয়ে রাখতে পারেনি। যার দৃপ্ত ও অনঢ় নেতৃত্ব বাঙালিকে উদ্দীপ্ত করে মহান মুক্তিযুদ্ধে এবং পরাজিত হয় পাকিস্তান বাহিনী দেশ হয় স্বাধীন। স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক বছর পর পরাজিত শক্তি আবারো ষড়যন্ত্র-কুচক্রে লিপ্ত হয়ে সেই মহান নেতাকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরিবারের ১৩ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। শেখ মুজিবুর রহমান এর হত্যাকাণ্ড ছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, শেখ মুজিবুর রহমানকে চক্রান্তপূর্ণভাবে সপরিবারে হত্যার একটি ঘটনা। ইতিহাসে এই বর্বরোচিত ন্যাক্কারজনক হত্যাকাণ্ড বিরল। বঙ্গবন্ধুকে ঐ দিন শহীদ হতে হয়। এই শোক জাতি কখনো ভুলবে না। আজও বছর ঘুরে তাঁর শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোকদিবস পালিত হয়। বাঙালি জাতি সেই শোককে শক্তিতে পরিণত করে। প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে দেশ মাতৃকার জন্য স্বাধীনতাকে রক্ষা করে দেশকে সমৃদ্ধশীল হিসেবে গড়ে তুলবে- বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

বাংলাদেশ স্কাউটস যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে জাতীয় কার্যালয়সহ দেশের জেলা ও আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা, শিশু কিশোরদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে দিবসটি পালন করে।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত বঙ্গবন্ধুর প্রোট্রেট অংকন করেছেন চিত্রশিল্পী মতুরাম চৌধুরী।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

বাংলাদেশ স্কাউটস এ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন	৩
জাতির পিতার সংগ্রামী কারাজীবন	৫
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	৯
নাটোর শতভাগ স্কাউট জেলা	১০
মরহুম রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া	১১
রোভারিং টু সাকসেস: জীবনের জন্য শিক্ষা	১৩
স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স	১৪
নম্র হোন, সৌন্দর্য্য বাড়ান	১৫
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী : মালয়েশিয়া ভ্রমণ	২৫
বিজ্ঞান বিচিত্রা, স্বাস্থ্য কথা	২৬, ২৭
খেলা-ধুলা	২৮
ছড়া-কবিতা	২৯
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩০
তথ্য-প্রযুক্তি	৩১
স্কাউট সংবাদ	৩২
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে ১৪ আগস্ট, ২০১৮, মঙ্গলবার, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় কাব স্কাউটদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা (বয়স ৬ থেকে ১০ বছর),বিষয়: বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, স্কাউটদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতা (বয়স ১১ থেকে ১৬বছর) বিষয়: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও রোভার স্কাউটদের জন্য বক্তৃতা প্রতিযোগিতা (বয়স ১৭ থেকে ২৫ বছর) বিষয়: ৭ই মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে কাব স্কাউট আদনান পারভেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ, দ্বিতীয় স্থান: কাব স্কাউট তাহমিনা মারিয়া, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ, তৃতীয় স্থান: কাব স্কাউট জেরিনা নিশাত, নিধু স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাবদল, ৪র্থ স্থান : কাব স্কাউট রুদ্র মোঃ কিবরিয়া, বি এন স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ, ৫ম স্থান: কাব স্কাউট নির্ভিক ফারহান, বি এ এফ শাহিন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্কাউট দল।

রোভার স্কাউট শাখার রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে গার্ল ইন স্কাউট নুশরাত জাহান মীম, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ, ২য় স্থান : স্কাউট মোঃ ফয়সাল রহমান, মতিঝিল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্কাউট দল, ৩য় স্থান: গার্ল ইন স্কাউট পুজারী বনিক, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান স্কাউট গ্রুপ, ৪র্থ স্থান : গার্ল ইন স্কাউট মাইশা মেহেজাবিন, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ, ৫ম স্থান : স্কাউট আশেক এলাহী সাজিদ, বি এন স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কাউট গ্রপ।

বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে গার্ল ইন রোভার স্কাউট ইশরাত জাহান ইমা, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ, ২য় স্থান : রোভার স্কাউট সাইদ মাহাদি সেকেন্দার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ, ৩য় স্থান : রোভার স্কাউট সাগর আহমেদ দীপ, সরকারি বাঙলা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, ৪র্থ স্থান : গার্ল ইন রোভার স্কাউট রহিমা আক্তার রীয়া, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ ও ৫ম স্থান: রোভার স্কাউট তারেক আজিজ সুমন, ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ। প্রতিটি বিষয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান বিজয়ীদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উপর লিখিত বই উপহার প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও সকল অংশগ্রহণকারীকে সনদ প্রদান করা হয়।

বেলা ৫:৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন, রচনা ও বক্তৃতার প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান,

রচনা প্রতিযোগীদের একাংশ

মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর আলোচনা করেন জনাব আফজাল হোসেন, প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, তথ্য কমিশনার, বাংলাদেশ তথ্য কমিশন ও জাতীয় কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস), বাংলাদেশ স্কাউটস ও গার্ল ইন রোভার স্কাউট ইশরাত জাহান ইমা, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ। সরকারের সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্টে শাহাদাৎ বরণকারী সকলের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

১৫ আগস্ট, ২০১৮ ঢাকাস্থ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিস্তম্ভে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) কাজী নাজমুল হক, জাতীয় কমিশনার (ভূ সম্পত্তি) জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার ও নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস এর নেতৃত্বে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ, স্কাউট ও রোভার স্কাউট এর সদস্যগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতার সংগ্রামী কারাজীবন

জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমানের সংগ্রামী জীবনের কারাজীবন নিয়ে আমার এই লেখনী। স্বাধীন চেতা এই নেতা রাজনীতি করেছেন তাঁর দেশের/বাংলার মানুষের জন্য। ছেলে বেলা থেকেই তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। শৈশবেই ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা প্রমূখ বিপ্লবী নেতাদের কাহিনী তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও সুকান্তের দেশপ্রেম কবিতার তিনি মুগ্ধ পাঠক। বাবার হাত ধরে শৈশবেই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জনসভায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। বৈপ্লবিক চেতনার ভিত্তি রচনা হয়ে গেলো সেখানেই। গোপালগঞ্জে ফিরে সহপাঠী ও পরিচিতদের নিয়ে মিশন স্কুলের মাঠে নেতাজীর অনুকরণে ব্রিটিশ বিরোধী সভায় বক্তব্য রাখেন। ঐ সভার সভাপতিও তিনি। গঠন করেন গোপালগঞ্জ ফরোয়ার্ড ব্লক ছাত্র ইউনিয়ন। এর সূত্র ধরেই ১৯৩৯ সালে ৭মার্চ ব্রিটিশ বিরোধী শ্লোগান দিয়ে মিছিলসহ রাস্তায় নেমে আসেন। পুলিশ বাধা দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তরুণরা। পুলিশ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে । ঠাই হয় গোপালগঞ্জ কারাগারে। মুজিবের প্রথম কারা জীবন। ৭ দিন পর তিনি মুক্ত হয়েছিলেন। এই কারাজীবন মুজিবকে আরো সাহসী করে তোলে। জনতার মাঝে তিনি হয়ে ওঠেন জনপ্রিয়। ব্রিটিশ শাসনের ত্রিশ দশক থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ২৪ বৎসরের শাসনকালের অধিকাংশ সময়ই তিনি কারাগারে ছিলেন।

- ১৯৪৩ সালে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হলেন। অবস্থান নিলেন বেকার হোস্টেলে। এই সময় তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সক্রিয় হয়ে ওঠেন রাজনীতিতে। নিখিলভারত ছাত্র ফেডারেশনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার অভিযোগে পুলিশ এই ছাত্র নেতাকে গ্রেপ্তার করে। পরে তিনি ৬ দিন পর মুক্তি পেলেন।
- ১৯৪৪ সালের প্রথমদিকে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী বক্তব্যের জন্য তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়। ৬ মাস পালিয়ে থাকার পর জামিনে মুক্তি পেলেন। ১৯৪৫ সালে আই এ পাস করেন। মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন।
- ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ৪ জানুয়ারি গঠন করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। এ সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য, রাষ্ট্রভাষা নিয়ে প্রহসন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহর ভাষণে প্রতিবাদী মুজিবকে আবার কারাগারে যেতে হয়। ১৯ মার্চ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে, ১৮ জুলাই তিনি মুক্ত হন।
- ১৯৪৮ সাল। ১১ মার্চকে 'বাংলা ভাষার দাবি দিবস' ঘোষণা করা হল। ঢাকা শহর ক্ষোভে উত্তাল হয়।
- শেখ মুজিবকে রাখা হয়েছিল চার নম্বর ওয়ার্ডে, দেয়ালের বাইরে মুসলিম গার্লস স্কুলের মেয়েদের -বন্দী ভাইদের মুক্তি চাই, পুলিশী জুলুম চলবে না।

এই সব শ্লোগানে শেখ মুজিব ভাবতেন বাংলা এবার রাষ্ট্রভাষা হবেই।

- ১৯৪৯ সাল। ঢাকা জেলের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড। বন্দিদের অধিকাংশই ছাত্রনেতা। এরা কেউ উচ্চ শ্রেণীর মর্যাদা পেয়েছিল আবার কেউ কেউ পায়নি। এতে থাকা এবং খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হতো। খেলাধুলা করে সংগীত চর্চা, বই পাঠের মধ্যে দিয়ে সময় কাটালেও এর ফাঁকে ফাঁকে চলতো রাজনীতি নিয়ে আলোচনা। কিছুদিন পর অনেকেই মুক্তি পেলেও শেখ মুজিবকে ছাড়া হয়নি (বাহাউদ্দিনসহ) এসময় শেখ মুজিব খানিকটা একা হয়ে যান। কয়েদীদের জীবন কাহিনী শুনতেন।
- আরমানীটোলার ময়দানে বক্তৃতা দেয়ার প্রস্তুতির সময় গ্রেফতার হলেন তিনি।
- পরদিন ঢাকা জেলে। রাজনৈতিক কারণে বন্দি। ডিভিশন না পাওয়াতে সাধারণ কয়েদীদের সাথেই থাকতে হবে। পরদিন ডিভিশন পেয়ে মওলানা সাহেব এবং শামসুল হক সাহেবের সাথে থাকার সুযোগ হল।
- এ সময় শামসুল হক সাহেব শেখ মুজিবের সাথে খুব রাগ করতেন কারণ শোভাযাত্রা করতে যেয়েই তাকে জেলে আসতে হয়। তিনি দেড় মাস পূর্বে বিয়ে করেন।

  - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফুলের বাগান করতেন। নিজেকে জেলখানার আবদ্ধ পরিবেশে যথা সম্ভব মানিয়ে নিলেও শামসুল হক সাহেব সহ্য করতে পারেননি। প্রতিরাতে বারোটার পর তিনি জিকির করতেন ক্রমশ শেখ মুজিবের কাছেও এই পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠে।
- রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে শেখ মুজিবকে সেলে রাখা হলো। জেলের মধ্যে জেল তাকেই বলে সেল।
- বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন কারাগারে বন্দিদের বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা দেয়া হত (খাওয়া, ঔষধ, ফ্যামিলি এলাউন্স ইত্যাদি) কিন্তু পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। বন্দিদের সুযোগদানের জন্য শেখ মুজিব চেষ্টা করেছিলেন।
- ১৯৪৮ সাল শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক যুবলীগ গঠন করেন। বাঙালীদের প্রতি বৈষম্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাহদুর শাহ পার্কে এক ভাষণে মুজিব মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের পথ বেছে নেন। পথিমধ্যে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে এলে প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এ সময় মুজিব ঝুঁকিপূর্ণ সময় পার করছিলেন। চার দিন পর ১১ সেপ্টেম্বর পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৪৯ সালে জানুয়ারিতে তিনি মুক্তি পান।
- ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিব। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই আন্দোলন দমনের জন্য শর্তযুক্ত ক্ষমা ও জরিমানার প্রস্তাবে রাজি না হলে বিশ্ববিদ্যালয় মুজিবকে বহিষ্কারের আদেশ দেয়। তিনি এ সময় ১১ মাস বিনা বিচারে কারাবন্দী ছিলেন। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি মুক্ত হন। এ সময়ে আওয়ামী লীগের সূচনা হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন করেন (সংখালঘু)। এ সময় মুজিবকে আওয়ামী মুসলিম লীগ জেলা কাউন্সিল অধিবেশনে বক্তৃতার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার হলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয় মুজিবকে। ১৯৫১ সালে মার্চ মাসে শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন।
- ১৯৫২ সাল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের কারণে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ (ঢাকায় নাজিরাবাজার বাসভবন থেকে)। এ সময় পরিবারের উৎকণ্ঠার প্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন চিন্তা করো না, আমি আমার আসল বাড়িতে যাচ্ছি। ফরিদপুর কারাগারে থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। কারাগারে থেকেও তিনি গোপনে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা সৈনিক হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। পাকিস্তান গণপরিষদের বাঙ্গালী সদস্যদের পদত্যাগ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের গতিকে তীব্র করে। স্বীকৃত হয় বাংলাভাষা। ২৬ ফেব্রুয়ারি মুক্ত হলেন তিনি।
- ১৯৫৪ সাল সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার গঠন এবং মন্ত্রীসভায় শেখ মুজিবের যোগদান (সমবায়, কৃষি ও বন মন্ত্রী)। এ সময় কলকাতায় ভারত সরকারের সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মন্ত্রীসভা বাতিল এবং শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হলো। পাঁচ মাস পর ১৯৫৪ সেপ্টেম্বর তিনি মুক্ত হন।

- ১৯৫৫-১৯৫৮ সমগ্র পাকিস্তানে চলে রাজনৈতিক অপতৎপরতা। রাজনীতির এই অস্থিরতা পূর্ব পাকিস্তানেও প্রভাব ফেলে। কৃষক প্রজা পার্টি এবং আওয়ামীলীগের দ্বন্দ্ব, স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যু, কাগমারী অধিবেশন, ন্যাপের প্রতিষ্ঠা, আওয়ামী লীগের পূনর্গঠন নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বে পাকিস্তানের প্রধান জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা এবং পরবর্তী সময় জেনারেল আইয়ুব খান সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। নিষেধাজ্ঞা জারি হয় রাজনীতির উপরেও। এই পরিস্থিতিতে সকলে চুপ করে থাকলেও শেখ মুজিব এই সামরিক শাসনের প্রতিবাদ জানান। সামরিক সরকার ১৯৫৮ সালে ১২ অক্টোবর নিরাপত্তা আইনে ৯২ (ক) ধারায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করেন। (সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট পদ দখল করেন)। ১৯৬০ সালে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তি পেলেও (সোহরাওয়ার্দীসহ) তার গতিবিধির উপর নজর রাখা হয়। এবং ৬ বছরের জন্য মুজিবকে রাজনীতি না করার হুকুম জারি করা হয়।
- ১৯৬২ সাল। জেনারেল আইয়ুবের রবীন্দ্র বিরোধী সিদ্ধান্ত বিচারপতি হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন নিয়ে আন্দোলনে গ্রেপ্তার হলেন মুজিব। বিনা বিচারে (সামরিক) ৬ মাস কারাভোগের পর অক্টোবরে মুক্ত হলেন। তবে সামরিক ও পুলিশ গোয়েন্দাদের নজরদারিতে রইলেন।
- ১৯৬৪ সাল। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে (তর্কবাগিশ সভাপতি) মুজিব পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার সচেতন ও দাবি আদায়ে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করেন। নতুন নির্বাচনের দাবি এবং নির্বাচনে (ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে) মুজিবের তৎপরতায় আইয়ুব খান নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে মুজিবকে গ্রেপ্তার করেন। নির্বাচনে আইয়ুব খান জয় লাভের পর মুজিবকে মুক্তি দেন।
- ১৯৬৬ সাল। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তান দ্বন্দ্বে পূর্ব বাংলাকেও হামলার শিকার হতে হবে ভেবে শেখ মুজিব ভারতের সাথে যোগাযোগ করেন। পাক- ভারত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় জজকোর্টে মুজিবের এক বছর জেল হয়। অবশ্য কিছুদিন পরেই হাইকোর্ট জামিন মঞ্জুর করে দেন।
- ১৯৬৬ সাল। জেনারেল আইয়ুব আহুত লাহোরের গোলটেবিল বৈঠকে ছয়দফা পেশ করেন। দাবি আদায়ের সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মুজিব। এ সময় বারবার তাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ফেলে পাকিস্তানি শাসকচক্র। খুলনা থেকে ঢাকা আসার পথে ভাষণের প্রেক্ষিতে যশোহরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে জামিন হয়। সেই দিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতেই পুনারায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবার গ্রেপ্তারি পরওয়ানা আনা হয় সিলেট থেকে। একরাত সিলেট জেল খানায় থেকেই পরদিন মুক্তি লাভ করেন। সিলেট জেল থেকে বের হতেই তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। এবার পরোয়ানা আসে ময়মনসিংহ থেকে। জামিন পেয়ে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকায় বাসায় ফিরতেই সেই রাতেই তাকে আবার বন্দি করে কুমিল্লা নিয়ে যাওয়া হয়। জামিন পেয়ে ঢাকায় উদ্দেশ্যে রওনা দিতেই জেল গেটেই আবার গ্রেপ্তার করে নোয়াখালী নিয়ে যাওয়া হয়। নোয়াখালী থেকে জামিন পেতেই আবার তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামেও জামিন নিয়ে ঢাকায় যাত্রা করতেই আবার তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় চাঁদপুরে। জামিন পেলেও পুনরায় তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় ফরিদপুরে। জামিন পেয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে বরিশালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেও তিনি জামিন পেয়েছেন। প্রায় ২০-২৫ দিন ক্রমাগত হয়রানির পর ৩ মে তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।
- ১৯৬৬ সাল। ৬ দফার দাবিতে আদমজীর বিশাল জনসভায় বক্তৃতা শেষে পরদিন উত্তরবঙ্গ সফরের পরিকল্পনা করেছিলেন। রাতেই গ্রেপ্তার হলেন। এ সময় নেতৃস্থানীয়দের গ্রেপ্তার করা হল। (সৈয়দ নজরুল/ মনসুর আলী/ মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ) আওয়ামীলীগের তরুণ নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালে ৭ জুন সারাদেশে হরতাল ডাকে। সংগ্রামী জনতা সান্ধ্য আইন ভেঙ্গে ফেলে। মিছিলে অচল হলো সারা দেশ। ব্যাপক গুলি ও গ্যাসের নিক্ষেপে সারদেশে ১১ জন নিহত এবং শতশত শ্রমিক জনতা আহত হল।
- প্রাদেশিক গভর্নর মোনায়েম খান পূর্ব বাংলার রাজনীতির উপর অনির্দিষ্ট কালের নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই সারা দেশে বিক্ষোভ শেখ মুজিবসহ সকলের নি:শর্ত মুক্তির দাবি করতে থাকে।

- ১৯৬৮ সালের ১৭ জুন রাত ১টায় মুজিবকে তথাকথিত মুক্তি দিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা মাত্রই পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্মম আচরণ করে এবং ঢাকা সেনানিবাসের সামরিক কারাগারে নিয়ে যায়। কারাগারের অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে একটি কক্ষ, আলো বাতাসহীন, বিছানাহীন স্থানে তাকে ফেলে রাখা হয়।
- এ সময় জেনারেল আইয়ুব এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম বেসামরিক ও সামরিক বাঙ্গালি অফিসার কর্মচারীদের প্রতিরক্ষা আইনে বন্দি করে। এসময় শেখ মুজিবকে ১ নম্বর মামলার আসামী করা হয় এবং আরও ৩৪ জনের। নাম দেয়া হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য'।
- এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো এরা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেছে। আইয়ুব খান ঢাকায় এলে তাকেসহ পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর মোনায়েম খানকে বন্দি করে বিদ্রোহ ঘোষণা, অস্ত্র গুদাম দখল, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা অনুমোদন ও ক্ষমতা অর্পনে বাধ্য করবে।
- শুধু তাই নয়, শেখ মুজিব ইতিমধ্যে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় ভারতের কাছে সামরিক সহায়তার আশ্বাস নিয়েছেন।
- সামরিক কারাগারে শেখ মুজিবকে নির্যাতন করা হয়। এ সময় মুজিব আত্মহত্যার হুমকি দেন।
- ঢাকা সেনানিবাস সিগনাল অফিসারস মেসে শেখ মুজিব ও অন্যান্য অভিযুক্তদের জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল স্থাপন করা হয়। চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এম এ রহমান সরকার, পক্ষের উকিল ছিলেন এ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মঞ্জুর কাদের। শেখ মুজিবের পক্ষে ছিলেন এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম খান। সহযোগিতা করেন শাহ আজিজুর রহমান, ড. কামাল হোসেন প্রমূখ। লন্ডন থেকে আসেন ব্যারিস্টার স্যার টমাস উইলিয়াম।
- ১৯৬৯ ২৮ জানুয়ারি, দীর্ঘদিন চলা এই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য প্রদানের অনুমতির প্রেক্ষিতে শেখ মুজিব তার কারা জীবনের অনেক তথ্য উল্লেখ করেছেন।
- শেখ মুজিব জেলখানায় থাকলেও জেলখানার বাইরেও তার প্রভাব রাজনীতিতে খুঁজে পাওয়া যায়।
- জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো শ্লোগান, সারা দেশে গণঅভূত্থান, ১৪৪ ধারা এবং ধারা লংঘন, বন্দি অবস্থায় সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যাসহ নানাবিধ ঘটনায় দেশ যখন উত্তাল, মামলা তুলে নিতে বাধ্য হলো সরকার, মুক্তি দেয়া হলো সকল রাজবন্দীদের।
- ১৯৬৯, ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।
- ১৯৬৯, ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়াল পিন্ডির গোলটেবিল বৈঠকে মুজিবের উপস্থিতির জোরালো দাবিতে প্যারোলে মুক্তির প্রসঙ্গ উঠলে মুজিব স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন - হাতে হ্যান্ডক্যাপ পরে কিসের বৈঠক?
- ১৯৭০ এর নির্বাচন, ১৯৭১, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়াদনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, অসহযোগ আন্দোলনে সারাদেশে নারকীয় তাণ্ডব। ২৫মার্চ রাত একটায় গ্রেপ্তার হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তানে।
- ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। মানচিত্রে যোগ হলো স্বাধীন সার্বোভৌম বাংলাদেশ।
- ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন বঙ্গবন্ধু। ১০ জানুয়ারি ফিরে এলেন ঢাকায়। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহন করলেন।
- ঢাকা জেলে তিনি সুতা কাটতেন।
- ফরিদপুর জেলে থাকাকালীন তিনি নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত করতেন।
- কারাগারে একাকী জীবনের নিসংঙ্গতায় কষ্ট হয়েছে শেখ মুজিবের।
- কারাগারেই রহিম ডাকাতের সাথে তার দেখা হয় যে রহিম ডাকাত ১৯৩৮-৩৯ সালে শেখ বাড়িতে চুরি করেছিলো।
- জেল খানার আবদ্ধ জীবনে তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন, আরোগ্য লাভ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য বন্দিদের অসুস্থতায় তিনি অস্থির হয়েছেন, হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।
- জেলে বসেও তিনি অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
- ১৯৬৬-৬৯ সালে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দী থাকাকালে নিরিবিলি সময়ে তিনি লিখেছেন। ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান নিয়ে সারাদেশ, সারাবিশ্ব তোলপাড়। ৯ এপ্রিল পাক সরকার সংবাদপত্রে মুজিবের বন্দি অবস্থার একটা ছবি প্রকাশ করে।
- এদিকে বেগম ফজিলাতুন্নেছাকে পশ্চিম পাকস্তানে নেয়া হলো- মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হাতিয়ার সমর্পণ, পাক সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করলে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে অন্যথায় ফাঁসি। বেগম মুজিব এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজি না হলে তাকে ঢাকায় ফেরৎ পাঠানো হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন মানুষ যিনি ক্ষমতার লোভ করেন না, অর্থের মোহে মোহিত হন না, মৃত্যুর ভয়ে ভীত নন। শৈশব থেকে পরিণত বয়স - জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত কাটিয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, রাজনীতি করেছেন বাংলার মানুষের স্বার্থে। ১৯৩৯ সাল থেকে কারাজীবনের শুরু। এর পর ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়েছেন কারাগারের কঠিন প্রকোষ্ঠে। কারা নির্যাতনের মধ্যে দিয়েই তিনি সংগ্রামী চেতনার অগ্নিপুরুষ। কারাজীবনের নির্যাতনের মধ্যেই তিনি ভালোবেসেছেন বাংলা বাঙ্গালি বাংলাভাষা এবং বাংলাদেশকে।

তাঁর প্রতি আমার, আমাদের অজস্র শ্রদ্ধা।

■ লেখক: আরেফিনা বেগম
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ
এবং লিডার ট্রেনার,
বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় একজন অংশগ্রহণকারীর রচনা:

আমাদের দেশের স্বাধীনতার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যার তার নাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সকল জাতির মুক্তির জন্য সদস্য আছে আমেরিকার ওয়াশিংটন, ভারতের জন্য মহাত্মা গান্ধী এবং তুর্কির কামাল আতাতুর্কি ইত্যাদি। বাংলাদেশের মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জন্ম: বঙ্গবন্ধু ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়রা খাতুন। দুই ভাই ও তিনবোনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু তৃতীয় ছিলেন।

শৈশবকাল: শৈশবকালে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে কাটান। ছোট বেলা থেকে তাঁর ছিল সাহস। তার স্কুলে একবার শেরে বাংলা একে ফজলুল হক আসেন। বঙ্গবন্ধু সেখানে তার স্কুলের সমস্যার কথা বলে এবং টাকার প্রয়োজনের কথা বলে। তাঁর অনেক সাহস ছিল। সে ছোটবেলা থেকেই গরিব ও দুখিদের জন্য অনেক মায়া ছিল।

ছাত্রজীবন: সাত বছর বয়সে সে গিমাডাঙ্গা স্কুলে ভর্তি হন। বাবার কর্মসংস্থানের জন্য সে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে মেট্রিক পাস করেন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে পাস করে বের হন। ১৯৪৪ সালে দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন।

রাজনৈতিক জীবন: ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক কাজ শুরু। ১৯৪৬ সালে তিনি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালে আন্দোলন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৬ সালে তিনি ৬ দফা আন্দোলনের ডাকদেন এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি জেলে থাকা অবস্থায় তাকে ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলার আসামি করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকা অবস্থায় এদেশের মুক্তিকামী মানুষ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন করে।

বঙ্গবন্ধু উপাধি: ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু কে জুলিওকুরি উপাধি দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু মানে হলো বাংলার বন্ধু।

৭ মার্চের ভাষণ: বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি এবং ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান করা হয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ ১৮ মিনিটের ভাষনে বঙ্গবন্ধু বাংলা স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন।

৭ মার্চের ভাষণে তিনি বলেন–

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামল: বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে এসে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ থেকে কয়েক বছর দেশ শাসন করেন।

মৃত্যু: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে কিছু বিপথগামী দ্বারা সপরিবারে হত্যার স্বীকার হন। আমরা বাংলাদেশে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করি।

উপসংহার: বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে আর বেঁচে নেই কিন্তু এই দেশের মানুষ কখনো বঙ্গবন্ধুর অবদান ভুলবেনা।

■ লেখক: নুশরাহ জাহান মীম
গার্ল-ইন-স্কাউট
ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ

নাটোর শতভাগ প্রতিষ্ঠানের স্কাউট জেলা

অনুষ্ঠানে প্রথম সারিতে সর্ব ডানে উপবিষ্ট বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি

১১ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ নাটোর শতভাগ স্কাউট জেলা ঘোষণা অনুষ্ঠান নাটোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় উপস্থিত হয়ে শতভাগ স্কাউট জেলা ঘোষণা করেন এবং শতভাগ ঘোষণার সাথে সাথে শত শত বেলুন আকাশে উড়ে, শান্তির প্রতিক কবুতর মুক্ত আকাশে উড়ে যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জনাব মো: আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), রাজশাহী বিভাগ ও সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব শাহিনা খাতুন, জেলা প্রশাসক, নাটোর ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, নাটোর জেলা। জেলার আওতাধীন সকল উপজেলার কাব স্কাউট দল ও স্কাউট দলের গ্রুপ সভাপতি, ইউনিট লিডার, কাব স্কাউট, স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউটসহ পায় ৩৫০০জন স্বতঃস্ফুর্তভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সার্থক করে তোলেন। শতভাগ স্কাউট জেলা ঘোষণা অনুষ্ঠানে মার্চ পাষ্ট, ডিসপ্লে ও আকর্ষণীয় বৈচিত্রময় প্রোগ্রাম প্রদর্শন করা হয়।

মরহুম রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া

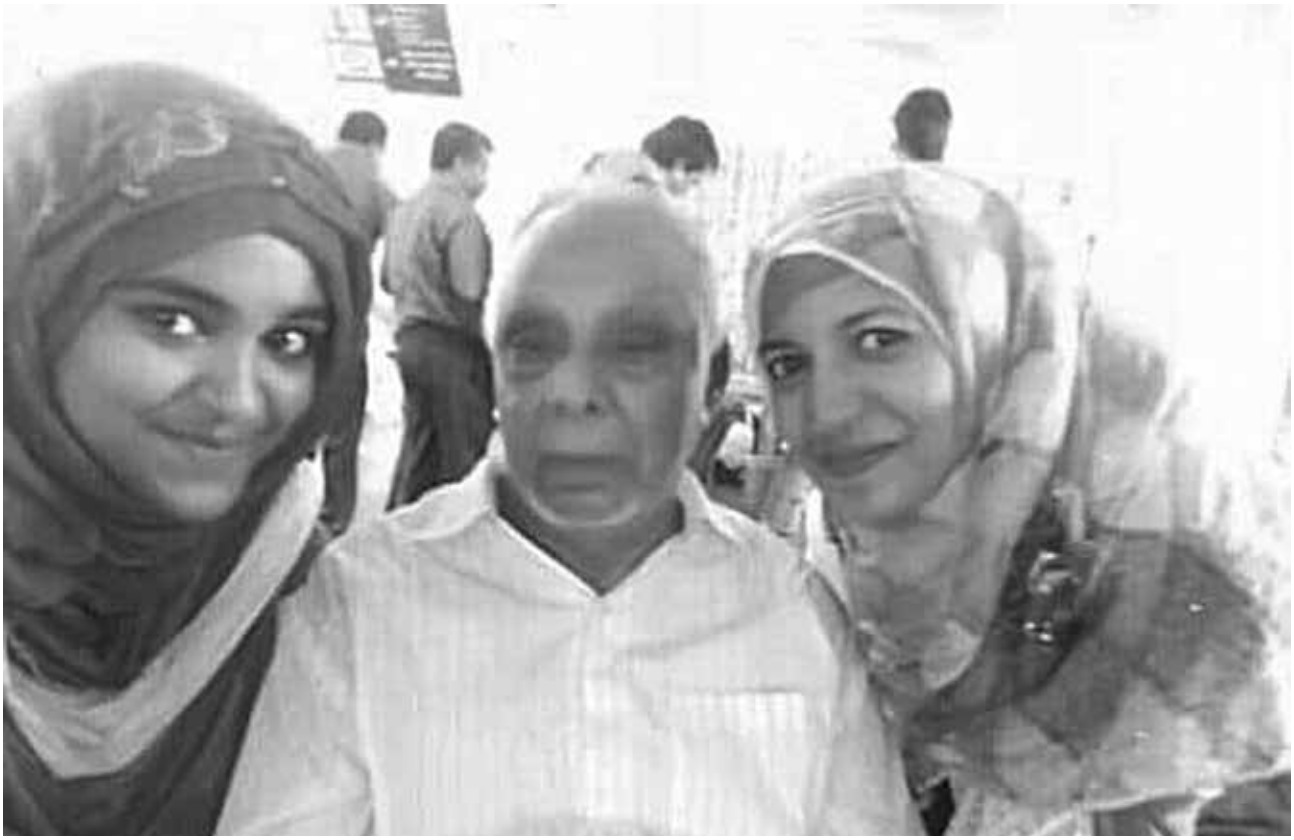

॥ এক ॥

মরহুম রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া স্যার এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী ৩০ জুলাই, স্যার এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত নসিব করুন- আমীন।

গত বছর এই দিনটাতে আপনি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন, আজ একটি বছর হয়ে গেলো। কিন্তু আপনার শূন্যতা অনুভব করি সবসময়। আপনি আছেন, হজ ক্যাম্প এর বারান্দায় আপনার হেঁটে বেড়ানো, আপনার ছোট্ট বিছানা, আপনার ছোট্ট ব্যাগ-এ আপনার জিনিস পত্র গুছিয়ে দেয়া, আর জিনিস পত্র হারাতো বলে আমি আপনাকে বকুনি দিতাম, আপনি হেসে কুটি কুটি। এখন হজ ক্যাম্প হয়, কিন্তু আপনি নেই। রোভার অঞ্চল এর সেই ভবনটিও নেই যার বারান্দায় আপনি বসে থাকতেন সবাই ওদিক একবার হলেও যেত আপনাকে দেখতে। পরম মমতায় সবাইকে মায়ার বাধনে বেঁধেছেন। সবাই আপনাকে মিস করে, আমি অবাক হতাম আপনি এতো মানুষের নাম কিভাবে মনে রাখতেন??

আমি আমার অভিভাবক হারিয়েছি। প্রতিটা সময় আমি আপনার অভাব বোধ করি। মানতে পারিনা আপনি নেই এখন। ফোন করে কাউকে ভয় দেখাইনা, হ্যালো আমি ভুত, 'মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করেই স্যারকে ভয় দেখাতাম'।

অনেক মিস করি ভুত। ভালো থাকুন আপনি স্যার। আপনার ইচ্ছাগুলো যেন আমি পূরণ করতে পারি।

■ লেখক: রোভার মাহেনুর জাহান
সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস

॥দুই॥

১৯৯৭ সালের আগে আপনাকে মোটেই চিনতাম না। ১৯৯৭ সালে সিলেটের লাক্কাতুরায় অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুট এ আমি ছিলাম প্রদর্শনী পল্লীর স্বেচ্ছাসেবক, আইডি নং ১৫২। প্রথম দিন আমাদের কাজের ব্রিফিং দিচ্ছিলেন প্রদর্শনী পল্লীর সমন্বয়কারী বর্তমান জাতীয় কমিশনার তৌহিদ ভাই । রাত ১২.১৫ মিনিটে ব্রিফিং শেষ করে আমাদের ২জন স্বেচ্ছাসেবককে ছুটি দেয়া হয়। প্রদর্শনী পল্লীর মাঝ থেকে বের হয়ে মূল এরিনার উপর দিয়ে পাশের টিলার চূড়ায় স্বেচ্ছাসেবকদের আবাসন। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এটি আমার রোভারিং জীবনের প্রথম ক্যাম্প।

মূল এরিনার মাঝামাঝি আসতেই চট্টগ্রাম জেলা নৌ এর দুজন ছোট ভাই এর সাথে দেখা (আমি রোভারিং করার পূর্বে চট্টগ্রাম জেলা নৌ স্কাউট ছিলাম) যাদের একজনের আজ জন্মদিন। ফ্লাক্স হাতে বেড়িয়েছে ইউনিটের সবার জন্য চা নিবে, সম্ভবত ১২ ফুট একটি রাস্তা ক্যাম্প বাজার ও স্থানীয় দোকানপাটকে আলাদা করেছে। ক্যাম্প বাজারে চা প্রতি কাপ ৩ টাকা, স্থানীয় দোকানে প্রতি কাপ ২ টাকা, গেইটের স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের স্থানীয় দোকানে যেতে

ছবি: রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া

দিচ্ছে না। ১০ কাপ চা কিনলে ১০ টাকা বেশী ক্যাম্প বাজারে, তখন ১০ টাকাতে দেড় কেজি চাল কেনা যেত। তাদের একজন বলল, ভাই স্কাউট মিতব্যায়ী, এ কেমন মিতব্যায়ীতা? যেহেতু আমরা স্বেচ্ছাসেবক তাই গেইটের স্বেচ্ছাসেবকদের বলে তাদের নিয়ে গেলাম স্থানীয় চা দোকানে, ৪ জনের চা দিতে বললাম আমাদের জন্য, আর ফ্লাক্স দিল ওরা ১০ কাপ চা দেয়ার জন্য। আমাদের চা শেষ হতেই ওদের ফ্লাক্স দিবে, তখন সময় ১২.৩৫ মিনিট। একদল লোক (মুরাদ ভাই, তৌহিদ ভাই, নাজু ভাই, পারভেজ ভাই, সৈয়দ রফিক ভাই আরও অন্যান্য) এলো চা খেতে। একমাত্র তৌহিদ ভাইকে চিনি। আর কাউকে চিনি না। হটাৎ দীর্ঘদেহী একজন (মুরাদ ভাই) ধমক দিয়ে বলল, তোমরা কারা? এত রাতে বাহিরে কেন? রাত ১০.৩০ এর পর তোমরা জেগে কেন? তৌহিদ ভাই আমাদের দু'জনকে দেখে ও কিছু বলল না, হতাশ হলাম। চলে আসার সময় প্রশ্নকর্তা আমাদের আইডি নং লিখে রাখলেন।

তাঁবু এলাকায় ফিরে আসলাম, আমরা দু'জন আরও কয়েকজনের সঙ্গে ঘটনাটি শেয়ার করলাম, খারাপ লাগল তৌহিদ ভাই এর নিরবতা। ঘুমিয়ে গেলাম ক্লান্ত শরীরে।

তখন নিয়ম ছিল সকালে নাস্তা পর সকলে স্বেচ্ছাসেবক প্রধান এর কাছে রিপোটিং করতে হত। স্বেচ্ছাসেবক প্রধান ছিলেন আব্দুর রহমার স্যার, ডেপুটি স্বেচ্ছাসেবক প্রধান ছিলেন রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া স্যার। যখন আমরা দু'জন রিপোটিং করতে গেলাম, আমাদের আইডি নং দেখে বসুনিয়া স্যার আস্তে করে বললেন তোমাদের রিপোটিং করতে হবে না, তোমরা বাড়ী চলে যাও।

মাথাটা চক্কর মারলো, সে দিন আপনাকে (বসুনিয়া স্যার) বলেছিলাম, গতকালের ঘটনাটা আপনি জানেন? তিনি বললেন-না, রহমান ভাই সকালে বলেছে তোমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে। বসুনিয়া স্যারকে আগের দিনের ঘটনা খুলে বললাম। প্রতি উত্তরে আপনি বলেছিলেন, এর জন্য এত বড় শাস্তি? সাহস বেড়ে গেল। বললাম, এমনি চলে যেতে বলেন, চলে যাব। কিন্তু অপরাধের শাস্তি মাথায় নিয়ে যাব না। যদি রাত ১০.৩০ মিঃ এর পর তাঁবু এলাকার বাহিরে যাওয়া অন্যায় হয়, তবে আমাদের রাত ১২.১৫ পর্যন্ত কেন কাজ করতে হলো? বলেছিলাম একটু কড়াভাবেই, আপনি একজন অধ্যক্ষ, আপনি এর সমাধান দেন।

সকল স্বেচ্ছাসেবক বসে থাকল, কেউ চ্যালেঞ্জে গেল না, ১৫ মিনিট কেটে গেল। বসুনিয়া স্যার দূরে দাড়িয়ে রহমান স্যারসহ আরও কয়েক জনের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। একটু পরে এসে আমাদের দুজনকে বললেন তোমরা তোমাদের চ্যালেঞ্জে যাও, অন্যরা যার যার চ্যালেঞ্জে যাও।

একটা আনাকাংখিত ঘটনার মাধ্যমে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়। তারপর আর কোন দিন আপনার সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা বলিনি।

এর পর প্রতিটি ক্যাম্পে আপনার সঙ্গে দেখা হতো, কথা হতো। আমার রোভার লিডার অ্যাডভান্স ও স্কীল কোর্সে আপনি ছিলেন কোর্স লিডার। ২০০০-২০০৪ সালে আপনি হজ্জক্যাম্পে আমাদের সাথে ছিলেন সার্বক্ষনিক অভিভাবক, বিকাল হলেই আপনাকে নিয়ে যেতাম হজক্যাম্পের বাহিরে পিঠা খেতে, সম্প্রতি হজক্যাম্পে গিয়ে ছিলাম, অভাব অনুভব হয়েছে আপনার। আজ আপনি না ফেরার দেশে, সেই পিঠার দোকান গুলোও দেখতে পেলাম না।

২০১৭ সালের ২৩ জুলাই বিকেল বেলা আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল- বরাবরের মত অভিযোগ, তুমি আমার খোঁজ নেও না। বলে ছিলাম আর হবে না, কিন্তু আপনার এ কেমন অভিমান- আর খোঁজ রাখার সুযোগ দিলেন না।

৩০ জুলাই ২০১৮, দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল আমাদের অভিভাবক হারানোর,

আপনার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি, আল্লাহ পাক আপনাকে জান্নাত নসিব করুন- আমীন।

■ **লেখক:** মোঃ মাইনুল হক
রোভার স্কাউট লিডার
দিগন্ত মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

রোভারিং টু সাকসেস: জীবনের জন্য শিক্ষা

রোভার স্কাউটদের একটি বই অবশ্যই পড়তে হবে। সে বইটির নাম 'রোভারিং টু সাকসেস'। বইটি লিখেছিলেন ব্যাডেন পাওয়েল রোভার স্কাউটদের জন্য। ঠিক রোভারদের জন্য নয়, লিখেছিলেন যুবসমাজের জন্য।

কাব স্কাউট ও স্কাউটদের বয়স পার হলেই বয়সটা হয় তরুণ তরুণী ও যুবক-যুবতী- তথা যুবসমাজের। জীবন গঠনের শুরু এখান থেকেই। কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের স্তর পার হয়ে ছেলেমেয়েরা যুবসমাজ হিসেবে যখন দাঁড়ায় তখন তাদের সামনে অপেক্ষা করে সারা জীবন। সে জীবন যদি সফল হয়ে ওঠে, যোগ্য হয়ে ওঠে তাহলেই জীবনের সার্থকতা।

জীবন কয়বার আসে? একবার। তাই একবারই তা সফল করার সুযোগ আসে। একবারেই তা সফল করতে হয়। কি করে সফল করতে হয় সে কথাই চমৎকারভাবে বলেছেন ব্যাডেন পাওয়েল তার বিখ্যাত বই 'রোভারিং টু সাকসেস'-এ।

মানব শিশুর জন্মের পরই মানুষ হয়ে ওঠে না। তাকে দীর্ঘ সাধনা দিয়ে আসল মানুষ হয়ে উঠতে হয়। তাকে মানবিক গুণ অর্জন করতে হয়। কাব স্কাউট ও স্কাউট বয়সে নির্দেশিত পথে চলে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, নানান কলাকুশলতা শিখে সে রোভার স্কাউটদের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়, এরপর তার মানুষ হয়ে ওঠার পালা। তাকে ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হয়। নানান গুণ আর কুশলতায় ভরে তুলতে হবে তার জীবনকে। বড় দায়িত্ব নেওয়ার মত যোগ্যতা আসবে জীবনে। থাকবে না কোন নেশা। সংযম হবে মনের অলংকার। উদ্যোগ আর উৎসাহ দেবে জীবনের নতুন মাত্রা। সুঠাম দেহ, পবিত্র মন, স্বচ্ছ মানসিকতার অধিকারী হয়ে নেতৃত্বদানের অধিকারী সে হবে। দেশের ভার তার ওপর পড়বে। দেশকে সমাজকে সে এগিয়ে নিয়ে যাবে সমানে গৌরবের দিকে।

এমন বহুমাত্রিক গুণের মানুষ সমাজকে কে দেবে? কোন বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে সমাজকে নিশ্চিত করতে পারে না। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন আশার আলো দেখা যায়না। সমাজ মানুষ গড়ার তেমন কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে না। অভিভাবকেরা উদ্বিগ্ন। শিক্ষার্থীরা দিশেহারা। জনগণ হতাশ। একমাত্র রোভারিংই সে স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। ব্যাডেন পাওয়েল সে কথাই বলে গেছেন 'রোভারিং টু সাকসেস' বইয়ের পাতায় পাতায় ।

রোভারিং মানব সমাজকে যথার্থ মানুষ বানায়। মানবিক গুণাবলির সংযোগ ঘটিয়ে মানুষকে মানুষ করে তোলে। মানব সন্তান তখন চিকিৎসক হয়, প্রকৌশলী হয়, শিক্ষক

আইনজীবী বা নানান পেশার অধিকারী হয়ে সে আসল মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। মানবিক গুণ সমৃদ্ধ খাঁটি মানুষ হিসেবে সে পরিচয় প্রকাশ করে। তখন তার সার্থক জীবনের একমাত্র লক্ষ্য 'সুখ'- সুখলাভ। সে সুখ বড়লোক হলেও না থাকতে পারে, আবার গরিব হলেও সে সুখ পেতে পারে। ব্যাডেন পাওয়েল মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হিসেবে সুখের কথা বলেছেন।

স্বাস্থ্যপ্রদ খেলার প্রতি আগ্রহ থাকবে। কিন্তু ঘোড়দৌড় বা জুয়া খেলার সঙ্গে নেশা বিসর্জন দিতে হবে। কাজের নেশা থাকা ভাল, কিন্তু দেশী মদ তামাকের নেশা ঘৃণার বিষয়। যৌনতার বিকৃতি কখনই কাম্য নয়। প্রতারকদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। আর ধর্মহীনতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এসব করতে পারলেই একজন যুবক চরিত্রবান, মহৎ, সংযমী, দৃঢ়চিন্তা, নীতিবান, স্বাস্থ্যবান পরোপকারী আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। সে তখন যোগ্যতা দিয়ে দেশকে জাতিকে নেতৃত্ব দিতে, জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রকৃত সুখ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

কাব স্কাউট আর স্কাউট বয়সের পর কোনো যুবক-যুবতী যদি জীবনের এই পরিস্থিতির সামনে দাড়ায় তাহলে রোভারিং তাকে জীবনের পথে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

স্কাউটিং যেখানেই শেষ রোভারিং সেখানে শুরু। জীবন গঠন ও জীবনের দায়িত্ব সেখান থেকে শুরু। সে দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে এবং তার জন্য কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে রোভারিং টু সাকসেস বইয়ে। ব্যাডেন পাওয়েল বলেছেন, রোভারিং মানে কেবল নিরর্থক ঘোড়াফেরা করা নয়। সাফল্যের জন্য পরিভ্রমণ অর্থেই রোভারিং কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জীবনের সাধনা, জীবনের সকল কার্যকলাপ যখন কল্যাণময় হয়ে ওঠে তখনই রোভারিং সাফল্য অর্জন করে। মানব জীবন গঠনের পথে বাধা কোথায় সে কথা এ বইয়ে বলা হয়েছে। বাধাগুলোকে বলা হয়েছে শিলা এবং এই সব শিলা পার হয়েই জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হয়। শিলাগুলো পার না হলে গন্তব্যে বা সাফল্যে পৌছানো যায়না। বাধাগুলো চিনতে হবে, শিলার স্বরূপ চিনতে হবে সেসব পার হয়ে যাওয়ার কৌশল চমৎকারভাবে আলোচনা করে ব্যাডেন পাওয়েল জীবন গঠনের নির্ভরযোগ্য পথ দেখিয়েছেন। রোভারিং টু সাকসেস বইটিতে আছে জীবন গঠনের মূলমন্ত্র। রোভার হয়ে বইটি পড়লে এবং তা জীবনে অনুসরণ করলে জীবনের সাফল্য অর্জন করা যাবে। রোভারিংয়ের বাইরের যুব সমাজের জন্যও বইটির অবদান সীমাহীন। বইটি পড়ে রোভারিংকে আরও সুন্দর ও অর্থবহ করে তুলতে হবে। রোভারিং টু সাকসেস বইটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

■ লেখক: মরহুম প্রফেসর মাহবুবুল আলম
প্রাক্তণ জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস।

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

কোর্সে অন্যান্য বক্তাদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) মোঃ মহসিন, পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনায় ০৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় দিনব্যাপী ০৪ (চার) টি স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সসমূহে বিভিন্ন ক্যাডারের ২০১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান), দুর্নীতি দমন কমিশন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) ও সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ শাহ্ কামাল। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা এর ভারপ্রাপ্ত রেক্টর জনাব মোঃ জায়েদুল হক মোল্লা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

কোর্স ০৪ টি তে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) স্কাউটার মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্লানিং ও গ্রোথ) স্কাউটার মুঃ তৌহিদুল ইসলাম, জাতীয় কমিশনার (ভূ-সম্পত্তি) স্কাউটার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, নির্বাহী পরিচালক স্কাউটার আরশাদুল মুকাদ্দিস।

এছাড়া প্রশিক্ষক হিসেবে কোর্সে সহায়তা করেন জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) স্কাউটার মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, জাতীয় উপ কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস),স্কাউটার শরীফ আহমেদ কামাল, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) স্কাউটার মোঃ আরিফুজ্জামান, ঢাকা জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর মোঃ এনামুল হক খান, স্কাউটার মোঃ হেমায়েত হোসেন, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) স্কাউটার তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ, উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ) স্কাউটার মোঃ শামীমুল ইসলাম, উপ পরিচালক (জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক) স্কাউটার এএইচএম মহসিন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (বাংলাদেশে স্কাউট সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দী ভবন নির্মাণ প্রকল্প) স্কাউটার মোছাঃ মাহফুজা পারভীন, স্কাউটার রওশান আরা, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) স্কাউটার মোঃ ইকবাল হাসান। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কোর্স ০৪ (চার) টি সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করেন।

সরকারের বিভিন্ন প্রশাসন ক্যাডারের ২০১ জন প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ

নম্র হোন, সৌন্দর্য্য বাড়ান

বর্তমান সমাজে আপনি পরিচিত হওয়ার সাথে সাথেই একটি ক্যাটাগরিতে পড়ে যাবেন। এই ক্যাটাগরি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে আপনার কর্মক্ষেত্রে অবস্থানের উপর নির্ভর করে। সারাজীবনে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং নিরেট ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়েছেন; কিন্তু কর্মজীবনের উপর গুরুত্ব দেননি তাহলে আপনি অনেক ক্ষেত্রেই বিড়ম্বনার স্বীকার হবেন। তাই শুধু ভালো মানুষ হয়ে বসে থাকলে চলবে না; জীবনে ভালো অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েও নিজের অবস্থানকে জানান দেয়া জরুরী। চলুন কর্মজীবনে প্রবেশের ইন্টারভিউ হতে অফিসের নিয়মকানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করি।

চাকরির সাক্ষাৎকারে পোশাক

চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার দিতে যাওয়ার সময় কেমন পোশাক নির্বাচন করবেন? এটি নির্ভর করে চাকরি ও কোম্পানির ধরন এবং পদের ওপর। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে গাঢ় রং এড়িয়ে চলা এবং কাপড়ে আয়রণ থাকা আবশ্যক। খুব গাঢ় বা উজ্জ্বল রং এড়িয়ে চলুন। চেষ্টা করুন, সাদা, কালো, নেভি ব্লু, বাদামি বা ছাই রঙের মতো কিছু রঙের পোশাক নির্বাচন করতে। সাক্ষাৎকারের অন্তত একদিন আগেই পোশাক নির্বাচন করে রাখুন। হালকা রঙের ফুলহাতা শার্টের সঙ্গে কালচে রঙের স্যুট অথবা কালচে রঙের শার্টের সঙ্গে হালকা রঙের স্যুট হতে পারে। পোশাকের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জুতা। কারণ এটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি হিসেবে কাজ করে। সামঞ্জস্যপূর্ণ ও আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে সাক্ষাৎকারের জন্য কালো বা তামাটে রঙের ফরমাল জুতা নির্বাচন করা যেতে পারে। জুতার রঙের সঙ্গে মিল রেখে বেল্টের রং বাছাই করুন এবং লক্ষ রাখুন সেগুলো যেন দৃষ্টিকটু না হয়। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব বেশি হাইহিল ইন্টারভিউর সময় না পরাই ভালো। কারণ যখন আপনি ইন্টারভিউর রুমে ঢুকবেন তখন হাইহিলের কারণে হাঁটার সময় শব্দ হতে পারে। আবার একেবারে ফ্লাট জুতা আপনার পোশাকের সঙ্গে বেমানান লাগতে পারে। তাই পোশাক অনুযায়ী জুতা বাছাই করুন। গলায় ভারী গয়না ভুলেও পরবেন না; কানে ছোট দুল পরুন এবং গলা খালি রাখুন। আর হাতে ঘড়ি ছাড়া কিছু না পরাই ভালো। ভুলেও পার্টি পোশাক বাছাই করবেন না। হতে পারে পোশাকটা পরলে আপনাকে অনেক সুন্দর লাগে। কিন্তু এটা অফিসের জন্য একেবারেই মানানসই নয়।

ইন্টারভিউয়ে যা মানতে হয়

অনেক অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও আপনার চাকরি হচ্ছে না। বসে বসে অযথা ভাগ্যকে দোষারোপ করছেন। দেখবেন আপনার মতো অনেকেই আছেন যাঁদের খুব সহজেই চাকরি হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের যোগ্যতা আর আপনার যোগ্যতার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য কিন্তু নেই। পার্থক্য আছে খুঁটিনাটি কিছু বিষয়ে। যা আপনি হয়তো খেয়ালই করছেন না! যে প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভিউয়ের জন্য যাচ্ছেন সেই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আপনাকে কিছু ধারণা নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে ইন্টারেনেটে প্রায় সব প্রতিষ্ঠান বিষয়ে তথ্য থাকে। আগে থেকেই সেসব তথ্য দেখে আপনার পজিশনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ আয়ত্ব করে যান। এমনকি প্রতিষ্ঠানের বসের সম্বন্ধে ধারণা নিতে পারেন। সাক্ষাৎকারের সাধারণ প্রশ্ন নিজেই নিজেকে করুন। আবার সেগুলোর উত্তরও নিজেই বলুন। এভাবে অনুশীলন করলে ইন্টারভিউ বোর্ডে ভয় কম লাগবে। ইন্টারভিউ বোর্ডে যত কঠিনই প্রশ্ন করা হোক না কেন বুদ্ধি করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী থাকুন। কোন উত্তরই সংকোচ নিয়ে দেবেন না। না পারলে বা জানলে সেটিও বুদ্ধি খাটিয়ে স্মার্টলি বলুন। তবে অযথা ভুল উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে চিন্তা করে নিন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পূরণ করার চেষ্টা করুন। ইন্টারভিউয়ে সময়মতো পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন, অন্তত আধা ঘণ্টা আগে। প্রথম দিনেই দেরিতে গেলে আপনার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের খারাপ ধারণা হতে পারে। যখন ইন্টারভিউয়ের জন্য অপেক্ষায় থাকবেন তখন অন্যমনস্ক থাকবেন না। প্রত্যেকটি ঘোষণা ভালো করে শোনার চেষ্টা করুন। ইন্টারভিউ বোর্ডে ফোন বন্ধ রাখা এক ধরনের ভদ্রতা। কথার মাঝে ফোন বেজে উঠলে কর্তৃপক্ষ আপনার ওপর বিরক্ত হতে পারে। আগের অফিস সম্বন্ধে ভুলেও বাজে মন্তব্য করবেন না। এমনকি সেখানকার বস কেমন ছিল, কলিগদের কী সমস্যা ছিল এগুলো ইন্টারভিউ বোর্ডে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। ইন্টারভিউ বোর্ডে

যাওয়ার আগে ধূমপান এবং নেশা জাতীয় দ্রব্যগুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ রুমে প্রবেশ করার সময় আপনার সঙ্গে গন্ধও চলে আসবে। যা এক নিমিষেই সবাই ধরে ফেলবে। বিষয়টি আপনার ব্যক্তিত্বের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অফিসের প্রথম দিনে করণীয়

যেকোনো মানুষের কাছেই চাকরির প্রথম দিনটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এইদিন অফিসের সবার সামনে আপনার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা করুন। নতুন চাকরি, নতুন জায়গা, নতুন সহকর্মী সব মিলিয়ে চাকরির প্রথম দিনটির জন্য একটু বাড়তি প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। এমন কোনো কাজ করবেন না, যা অফিসে আপনার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে। প্রথম দিন অফিসের নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই আসার চেষ্টা করুন। দেরি করে অফিসে পৌঁছালে বস ও সহকর্মীর কাছে আপনার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। তাই অফিসের প্রথম দিন বাসা থেকে হাতে সময় নিয়ে বের হন। আগের চাকরির সঙ্গে বর্তমান চাকরির পার্থক্য থাকতে পারে। তাই বলে দুই চাকরির তুলনা করবেন না। আগের চাকরি নিয়ে কথা বললে আপনার বর্তমান বস ও সহকর্মীরা মনঃক্ষুন্ন হতে পারেন। নতুন অফিস মানেই নতুন সহকর্মী। তাই সবার সঙ্গে পরিচয় হওয়া জরুরি। অনেক সময় সবার নাম মনে রাখা যায় না। এ নিয়ে আপনাকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে। তাই লিখে রাখতে পারেন সবার নাম। এছাড়া আপনাকে যেসব কাজ দেওয়া হবে, সেগুলো নোট করে রাখুন। এতে কাজগুলো ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। চাকরির সাক্ষাৎকারের সময় অবশ্যই আপনার শারীরিক ভঙ্গির প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাকরির প্রথম দিনও এটা সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিন সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলুন। গম্ভীর মুখে থাকবেন না। মনে রাখবেন, হাসিখুশি মানুষকে সবাই পছন্দ করে। নতুন অফিসে কাজ শুরু করার সময় অবশ্যই সেখানকার নিয়মের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখান। সবকিছু নতুন হলেও কাজের প্রতি নিজের আগ্রহ দেখান। বস ও সহকর্মীদের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করুন। অফিসের প্রথম দিন মনের অবস্থা ভিন্ন ধরনের হবে, এটা স্বাভাবিক। আপনি যদি নার্ভাস হয়ে থাকেন আর সে কথাই যদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান দেন, তাহলে অফিসের কেউ দেখলে আপনার প্রতি নেতিবাচক ধারণা হতে পারে।

নতুন কর্মস্থলে কর্ম কৌশল

স্কুল, কলেজ আর ইউনিভার্সিটির গন্ডি পার হওয়ার পর শুরু হয়- চাকরি পাওয়ার জন্য দুশ্চিন্তা। অনেক লিখিত-মৌখিক পরীক্ষার বেড়াজাল টপকে যখন একটা চাকরি হাতের মুঠোয় ধরা দিল, তখন আবার শুরু নতুন চিন্তা; নতুন পরিবেশে নতুন চাকরিতে মানিয়ে নিতে হবে নিজেকে। এমন সময় নিজেকে মানিয়ে চলার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য আর আত্মবিশ্বাস। নতুন কর্মস্থলে প্রথমেই যা জরুরি তা হলো শৃঙ্খলা বজায় রাখা। প্রত্যেকটা অফিসেরই একটা সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা থাকে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারলে দেখবেন নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। মানিয়ে নেওয়ার মূলমন্ত্র হলো গুছিয়ে নিজের কাজ করা। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে মনে সারাদিনের একটা পরিকল্পনা করে নিন। সঠিক সময়ে অফিসে যাবেন, দেরি করবেন না। অফিসের পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে যেসব কাজ আগে করা দরকার, তা করে ফেলুন। কর্মস্থলে মানিয়ে নেওয়ার পরের ধাপ হলো সহকর্মীদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা। নিজের পরিচয় দিন। সহকর্মীদের পরিচয়ও জেনে নিন। আলাপ হওয়ার পর থেকে তাদের সঙ্গে দেখা হলেই সৌজন্যমূলক কথা বলুন। সদ্য চাকরি পাওয়ার পর পুরো বিষয়টা আয়ত্ব করতে কয়েক দিন সময় লেগে যায়। সহকর্মীদের কথাবার্তা, চালচলন, আচার-আচরণ দ্বারা অফিসের হালচাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করুন। বস এবং সহকর্মীদের মন্তব্য মন দিয়ে শুনুন। কাউকে আঘাত দিয়ে কোনো কথা বলবেন না। কর্মস্থলে কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই বস বা অফিস কর্তৃপক্ষকে জানান। অফিসে বসে ব্যক্তিগত কাজ, যেমন: সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানো, অতিরিক্ত ফোন আলাপ এড়িয়ে চলুন। যতক্ষণ অফিসে থাকবেন, ততক্ষণ প্রফেশনাল হতে চেষ্টা করুন। অপ্রয়োজনীয় আলোচনা, সমালোচনা থেকে বিরত থাকুন।

যা অফিসে বলা যায়না

কিছু কথা আছে যা অফিসে বলা একেবারেই ঠিক না। এই কথাগুলো আপনার অভিধান থেকে মুছে ফেলাই ভালো। এই কথাগুলোর অর্থ ব্যক্তিগত জীবনে এক রকম আর কর্মক্ষেত্রে অন্যরকম। তাই এগুলো বলা থেকে বিরত থাকুন। 'হয়তো, হতেও পারে'- এ কথা অফিসে বলা যাবে না। যে বিষয়টাতে আপনার মধ্যে অনিশ্চয়তা কাজ করছে, সেটি অফিসে প্রকাশ না করাই ভালো। এতে আপনার যোগ্যতা নিয়েও কথা উঠতে পারে। 'সত্যি বলছি'- এই কথাটা ভুলেও অফিসে বলা যাবে না। কারণ এর মানে দাঁড়ায়, আপনি প্রায়ই মিথ্যা বলেন। নিজেকে অযথা মিথ্যুক বানাবেন কেন বলুন? 'খুব সুন্দর, খুব ভালো'- এই কথাগুলো অফিসে একটু এড়িয়ে যান। ভালো বা সৌন্দর্য্য প্রকাশ করার মত অনেক কথাই আছে যা এর পরিবর্তে বলা যায়। অনেক সময় মেইলের উত্তরে আমরা 'পরে জানাচ্ছি' কথাটি বলি। এই কথাটির নেতিবাচক প্রভাব পড়ে অন্যের ওপর। তাই এমন উত্তর না দেওয়াই ভালো। 'আশ্চর্য'- অফিসে এমন কিছু ঘটে না যার জন্য আপনাকে এতটা অবাক হয়ে এই কথাটি বলতে হবে। এই ধরনের কথা অফিসে না বলাই ভালো। 'সত্যি?'- এই কথা বলার মানে আপনি কথাটি বিশ্বাস করছেন না। আবার এমন হতে পারে যে আপনি বিষয়টি আগে চিন্তা করেননি। অথচ মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন 'সত্যি?'। ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে এই শব্দটিকেই এড়িয়ে চলুন। 'কখনোই না'- এই কথাটি বলার সময় সাবধান। কারণ এটি খুবই নেতিবাচক একটি কথা। নেতিবাচক কথা অফিসে না বলাই ভালো; তবে বলার আগে ভেবে নিন।

■ চলবে...

■ লেখক: ফরহাদ হোসেন, পিআরএস
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় জনাব আফজাল হোসেন, প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং)

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস)

জাতীয় শোক দিবসের দোয়া মাহফিল

জাতীয় শোক দিবসের দোয়া মাহফিল এর একাংশ

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

জাতীয় শোক দিবসের দোয়া মাহফিল

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রাংকন প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

রচনা প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

জাতীয় শোক দিবসে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

জাতীয় শোক দিবসে উপস্থিত বক্তৃতা

জাতীয় শোক দিবসে রচনা প্রতিযোগিতা

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রস্তুতি

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

নাটোর জেলায় শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট কার্যক্রম এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস

নাটোর জেলায় শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট কার্যক্রম এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস

কোরিয়ায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিনিধিদল

নাটোর জেলায় শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট কার্যক্রম এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস

নাটোর জেলায় শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট কার্যক্রম এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস

রাজশাহী অঞ্চলের জেলা ও উপজেলা কাব লিডার কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ওয়ার্কশপ ফর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ও গ্রোথ মনিটরিং টিম- এ জাতীয় কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ও গ্রোথ)

ওয়ার্কশপ ফর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ও গ্রোথ মনিটরিং টিম- এর অংশগ্রহণকারীগণ

ওয়ার্কশপ ফর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ও গ্রোথ মনিটরিং টিম- এর অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ওয়ার্কশপ ফর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ও গ্রোথ মনিটরিং টিম- এর সেশন

কাহালু উপজেলার ব্যাজ কোর্সের অংশগ্রহণকারীর একাংশ

বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় শোক দিবস ও রোভারিং এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পেইন-২০১৮

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

পরিভ্রমণের প্রাক্কালে উপচার্য মহোদয়ের সাথে পরিভ্রমণকারীগণ

পরিভ্রমণের প্রাক্কালে সহপাঠীদের সাথে পরিভ্রমণকারীগণ

সিরাজগঞ্জে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বাহাদুরপুর রোভার পল্লীতে অনুষ্ঠিত স্কীল কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকমন্ডলী

কাণ্ডাইয়ে ডে ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীগণ

দিনাজপুরে শতবর্ষ রোভার মেট কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

বরিশাল লঞ্চঘাটে রোভার স্কাউটদের সেবা

ফেনী রেলস্টেশনে রোভার স্কাউটদের সেবা

চাঁদপুর লঞ্চঘাটে রোভার স্কাউটদের সেবা

ময়মনসিংহ রেলস্টেশনে রোভার স্কাউটদের সেবা

মাওয়া ফেরীঘাটে মুন্সীগঞ্জ রোভার স্কাউটদের সেবা

গ্রীন বটিয়াঘাটা ক্লিন বটিয়াঘাটা স্লোগানকে সফল করতে
বটিয়াঘটা থানা হে কো পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব

"ছোট্ট শিশুরা আজ আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমি আশা করি প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন, পথচারীরা নিশ্চয়ই রাস্তার নিয়ম-কানুন মেনেই পথে চলাচল করবেন, ড্রাইভার ও হেলপারগণ অবশ্যই সকল নিয়ম-কানুন মেনে গাড়ী চালাবেন"-

১২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ সংলগ্ন বিমান বন্দর সড়কে আন্ডারপাস নির্মাণ কাজ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা**।

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব

সড়ক নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের সকলেরই ভূমিকা রয়েছে। একতাবদ্ধভাবে কাজ করলে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা সম্ভব। অননুমোদিত ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, লাইসেন্সবিহীন ও অদক্ষ ড্রাইভার যেমন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, তেমনিভাবে দায়ী পথচারী এবং যাত্রীগণের অসচেতনতা। সকলে মিলেই আমাদেরকে আনতে হবে পরিবর্তন। আসুন আগে আমরা নিজেকে বদলাই এবং অন্যকে বদলাতে সহায়তা করি। তাহলেই আমরা সড়ককে পরিপূর্ণভাবে নিরাপদ করতে পারবো।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ

- ফিটনেসবিহীন গাড়ী, বৈধ লাইসেন্সবিহীন চালক
- ওভারস্পিড, ওভারলোড, অতি আত্মবিশ্বাস এবং বেপরোয়া ওভারটেকিং
- নিয়ম না মেনে পথ চলা
- অসাবধানতা, অসহযোগিতা (চালক, যাত্রী ও পথচারী)
- গাড়ী চালানো ও রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার
- চালকের মাদকাসক্তি। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ না থাকা
- ট্রাফিক ও রোড সাইন সম্পর্কে অজ্ঞতা
- বিরামহীন দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ী চালানো
- চালকের চোখ ও কানের ত্রুটি

যাত্রী হিসেবে আমার দায়িত্ব

- চলন্ত গাড়ীতে হাত, মাথা বা শরীরের কোন অংশ জানালা দিয়ে বের না করা
- নির্ধারিত স্টপেজে গাড়ীতে ওঠানামা করা। চলন্ত গাড়ীতে ওঠানামা না করা
- বাস বে/নির্ধারিত স্টপেজ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না করা
- পরিবহনে ধূমপান না করা। চলন্ত গাড়ীতে চালকের সাথে কথা না বলা
- চলন্ত গাড়ীতে গেট ঝুলে না থাকা
- চালককে দ্রুত গাড়ী চালাতে প্ররোচিত না করা; দ্রুত চালালে তাঁকে বারণ করা
- চালককে মোবাইল ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, বৃদ্ধ, শিশু, নারী এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের যানবাহনে আসনের অগ্রাধিকার প্রদান করা; প্রয়োজনে নিজের আসনটি ছেড়ে দেয়া
- অননুমোদনহীন যানবাহন যেমন ইজি বাইক, ইঞ্জিন রিকশা, নছিমন, করিমন ইত্যাদিতে আরোহণ না করা
- গাড়ী থেকে কফ, থুথু বা কোন কিছু বাইরে ছুঁড়ে না ফেলা
- ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে গাড়ীতে না ওঠা
- বাসে/ট্রেনে অপরিচিত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু না খাওয়া
- অনির্ধারিত মাইক্রোবাস বা অন্য যানবাহনে শেয়ারে আরোহণ না করা

২ স্কাউটরা প্রতিদিন বিশ্বকে বদলে দিচ্ছে

গাড়ী চালক হিসেবে আমার দায়িত্ব

- ট্রাফিক আইন, ট্রাফিক সাইন ও রোড সাইন সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা রাখা
- গাড়ী চালানোর পূর্বে গাড়ীর প্রাথমিক নিরাপত্তা বিধান যেমন- ইঞ্জিন অয়েল, ব্রেক, গিয়ার, হেডলাইট ও ইন্ডিকেটর লাইট, চাকা, জ্বালানী, পানি ইত্যাদি পরীক্ষা করা
- বৈধ লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যতীত এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ী না চালানো
- নিয়মিত চোখ ও কান পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে চশমা ও শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করা
- বেপরোয়াভাবে গাড়ী না চালানো এবং গতিসীমা মেনে চলা
- গাড়ী চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা
- অননুমোদনহীন যানবাহন যেমন ইজি বাইক, ইঞ্জিন রিকশা, নছিমন, করিমন ইত্যাদি মহাসড়কে না চালানো
- নির্ধারিত স্টপেজ ছাড়া অন্য কোথাও যাত্রী ওঠানামা না করানো
- জেব্রা ক্রসিং হতে নির্ধারিত দূরত্বে গাড়ী থামানো এবং সিট বেল্ট ব্যবহার করা
- হেলপার দিয়ে গাড়ী না চালানো। মাদক গ্রহণ হতে বিরত থাকা
- গাড়ী চালানোর সময় কারো সাথে কথা না বলা ও ধূমপান না করা
- প্রয়োজন ছাড়া গাড়ীর হর্ন না বাজানো; জরুরি প্রয়োজনে হর্ন বাজালেও খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বাজানো
- হাইড্রোলিক হর্ন বর্জন করা এবং অনুমোদনহীন স্থানে গাড়ী পার্কিং না করা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের সামনে গতিসীমা মেনে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ী চালানো এবং হর্ন না বাজানো
- ওভার লোডের গাড়ী না চালানো এবং অবৈধ মালামাল বহন না করা
- নির্ধারিত লেনে গাড়ী চালানো এবং কোন অবস্থাতেই উল্টা পথে গাড়ী না চালানো
- একটানা ছয় ঘন্টার বেশী গাড়ী না চালানো
- অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও জরুরি সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া
- বাম লেনে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা
- যানবাহনে অননুমোদিত ক্র্যাশগার্ড, স্টিকার, হুটার, বিকন লাইট ব্যবহার না করা

চালক হিসেবে যাত্রী ও পথচারীদের নিরাপত্তা বিধান আমার নৈতিক দায়িত্ব

পথচারী হিসেবে আমার দায়িত্ব

- ট্রাফিক সিগন্যাল যথাযথভাবে মেনে চলা
- রাস্তা পারাপারের সময় ডানে-বামে ভালোভাবে লক্ষ্য করে জেব্রা ক্রসিং/ফুট-ওভারব্রিজ/আন্ডারপাস দিয়ে রাস্তা পার হওয়া
- রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ও হেডফোন ব্যবহার না করা
- ফুটপাথ দিয়ে চলাচল করা। ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হাঁটা

৩ Scouts are Changing the World Everyday

- রাস্তায় অমনযোগী না হওয়া। দ্রুত বেগে অথবা দৌড়ে রাস্তা পার না হওয়া
- লাল বাতি জ্বলন্ত অবস্থায় রেলক্রসিং পার না হওয়া
- দুই যানবাহনের মাঝ দিয়ে চলাচল না করা
- প্রয়োজনে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করা

যানবাহন মালিক হিসেবে আমার দায়িত্ব

- রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট, ইন্সুরেন্স, ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া রাস্তায় গাড়ী বের না করা ও হালনাগাদ কাগজপত্র গাড়ীতে রাখা
- গাড়ীতে অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার, ফার্স্ট এইড বক্স ও ময়লা ফেলার ঝুড়ি রাখা
- বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ী চালাতে না দেয়া
- নিয়মিত সকল চালকের চোখ ও কান পরীক্ষা করা
- অপ্রাপ্তবয়স্ক চালককে গাড়ী চালাতে না দেয়া
- গণপরিবহনে ৬ ঘন্টা পর পর চালক বদল করা
- ট্রাক চালকদের রাস্তার মাঝে বিশ্রামের সুযোগ দেয়া
- চুক্তিতে গাড়ী চালাতে না দেয়া। চালক ও হেলপারদের বেতন ও বোনাস নিয়মিত প্রদান করা
- গণপরিবহনের দৃশ্যমান স্থানে গাড়ীর মালিক, চালক, হেলপার ও সুপারভাইজারের নাম, মোবাইল নম্বর, গাড়ীর নম্বর ও ভাড়ার তালিকা প্রদর্শন করা

মোটরসাইকেল চালক হিসেবে আমার দায়িত্ব

- লাইসেন্স ছাড়া মোটরসাইকেল না চালানো
- ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে মোটরসাইকেল না চালানো
- উল্টা পথে মোটরসাইকেল না চালানো
- ফুটপাথ দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো
- মোটরসাইকেলে আরোহণের পূর্বে চালক ও আরোহীর হেলমেট পরিধান নিশ্চিত করা এবং চালকসহ দুই জনের বেশি আরোহন না করা
- কোন চলন্ত গাড়ীর পাশে পাল্লা দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো
- দুই যানবাহনের মাঝ দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো

অভিভাবক ও শিক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্ব

- নিজ সন্তান ও ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রাফিক আইন, ট্রাফিক সাইন ও রোড সাইন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা
- প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য নিয়মিত ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা
- "নিজের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে" – বিষয়টি শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া

স্কাউটরা তার সতীর্থদের চেয়ে এক কদম এগিয়ে

* লিফলেটের নিচের অংশটি স্বাক্ষর করে কেটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিতে হবে।

আমি/আমরা উল্লিখিত নিয়মাবলী মেনে চলব এবং অন্যকে মেনে চলতে উৎসাহিত করবো।

মাতা ও পিতা/অভিভাবকের নাম, সম্পর্ক, মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
ক)	....
খ)	....
গ)	....
ঘ)	....

৫

গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক সাইন

কন্ট্রোল রুম

বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয় সদর দফতর
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৯৩৩ ০৩৫১ বর্ধিত: ১২৩, ফ্যাক্স: ৯৩৪ ২২৯৬
হটলাইন: ০১৫৫০ ০৩৫ ২১৭
ওয়েব সাইট: scouts.gov.bd
ফেসবুক: facebook.com/bdscouts
ইউটিউব লিংক: www.youtube.com/c/bangladeshscouts

জরুরী যে কোন প্রয়োজনে ৯৯৯ - এ ফোন করুন।

দেশব্যাপী বিতরণে
বাংলাদেশ স্কাউটস
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন

৬

মালয়েশিয়া ভ্রমণ

পূর্ববর্তী প্রকাশের পর:

আমাদের দেশে ভোটারের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে লাজুক ভংগিতে অমোচনীয় কালির ছোট্ট একটি দাগ দেওয়া হয়। রাত ১২টার আগেই ভোটের ফলাফল পাওয়া গেল। মাহাথীর মোহাম্মদের জোট নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু পরের দিন কোথাও একটি অঘটন/মারামারির খবরও পাওয়া গেল না। মিষ্টি বিতরণ, কিংবা রং খেলাও না। অবাক দেশ!

মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের কাঠামোতে পরিচালিত হয়। রাজা হলেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। উল্লেখ্য মালয়েশিয়ার বর্তমান রাজা পঞ্চম মোহাম্মদ। মালয়েশিয়ান সরকার ও ১১টি অঙ্গরাজ্য সরকারের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত। সরকার এবং আইনসভার দুই কক্ষের (দেওয়ান নেগারা ও দেওয়ান রাকিয়াত) উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ন্যস্ত। বিচার বিভাগ নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন বিভাগ অপেক্ষা স্বাধীন, তবে নির্বাহী বিভাগ বিচারক নিয়োগদানের মাধ্যমে বিচার বিভাগের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মালয়েশিয়ায় ৩ টি ফেডারেল টেরিটরি ও ১৩টি রাজ্য রয়েছে। ৩ টি ফেডারেল টেরিটরি হচ্ছে, কুয়ালালামপুর, লাবুযান এবং পুত্রাজায়া। আর ১৩টি রাজ্য হলো- পেনাং, পেরাক, সেলাঙ্গর, জোহর, মালাক্কা, সাবাহ, কেদাহ, তেরেংগানু, সারাওয়াক, পেহাং, কেলান্তান, নেগেরি সেম্বিযান এবং পারলিস।

সাংবিধানিক রাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে মালয়েশিয়ার প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অভিভাবক হিসেবে রাজা থাকেন। বর্তমান রাজার নাম পঞ্চম মোহাম্মদ।

মালয়েশিয়ার অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত মুক্ত কিন্তু রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। বর্তমানে মালয়েশিয়া একটি উঠতি শিল্পোন্নত বাজার অর্থনীতি বলে বিবেচিত। সরকার বিভিন্ন ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশটির অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদিও এই প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। মালয়েশিয়ার অর্থনীতি মূলত মুক্তবাজার অর্থনীতি।

মালয় ভাষা মালয়েশিয়ার সরকারি ভাষা। এখানকার প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোক মালয় ভাষায় কথা বলে। মালয়েশিয়াতে আরও প্রায় ১৩০টি ভাষা প্রচলিত। এদের মধ্যে চীনা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা, বুগিনীয় ভাষা, দায়াক ভাষা, জাভানীয় ভাষা এবং তামিল ভাষা উল্লেখযোগ্য। বাজার মালয় ভাষা বহুজাতিক বাজারের ভাষা হিসেবে প্রচলিত এবং সাবাহ প্রদেশে সার্বজনীন ভাষা বা লিংগুয়া ফ্রাংকা হিসেবে ব্যবহৃত। আনুষ্ঠানিক ভাষা বাহাসা মালয়েশিয়া। তবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ নিজ নিজ ভাষায় কথা বলে। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্কুল পর্যায় থেকেই ইংরেজী শেখানো হয়। দৈনন্দিন যোগাযোগ এবং ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে ইংরেজীর বহুল ব্যবহার আছে।

এশিয়ার খাদ্য স্বর্গ হিসেবে পরিচিত দেশটি। নানা বর্ণ, ধর্ম আর সংস্কৃতির মানুষের অবস্থানের ফলে এখানকার খাবারও বেশ বৈচিত্রময়। মালয়, চাইনীজ এবং ভারতীয় নানা ধরনের খাবার বিভিন্ন রেস্তোঁরা এবং পথের পাশের স্টলে খুব কম দামে পাওয়া যায়। এছাড়া রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য এবং থাইল্যান্ডের খাবার। নানা সংস্কৃতির মানুষের নানা উৎসবের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

দেশটির আনুষ্ঠানিক ধর্ম ইসলাম। তবে সকল ধর্মের মানুষ ধর্মীয় আচার পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে। দেশটিতে সাংঘাতিক অপরাধ সংঘটনের হার বেশ কম।

মালয়েশিয়াতে তিন ধরনের নাগরিকত্ব ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথম হল যারা আদি নাগরিক তারা। তাদেরকে মালয় ভাষায় আস্লি বলে, তারা হচ্ছে মালয়েশিয়ার প্রথম পর্যায়ের নাগরিক । দ্বিতীয়ত: রয়েছে যারা নগর সভ্যতার যুগ থেকে মালয়েশিয়ার শহর বা নগরে বাস করে, তারা মূলত আস্লিদের থেকেই এসেছে। তবে বহু আগে তাদের আদি বাসস্থান ত্যাগ করেছে। তৃতীয়ত: রয়েছে যারা বিভিন্ন দেশ থেকে গিয়ে ঐখানে স্থায়ী ভাবে জীবন যাপন করছে তারা। এই শ্রেণীর মধ্যে আছে চীনা, থাই, ভিয়েতনামী, তামিল, ইন্দোনেশিয়ান, বাংলাদেশি, পাকিস্তানী। তাদের মধ্যে এখন সবচেয়ে ভাল অবস্থানে আছে চীনা মালয়েশিয়ানরা। মালয়েশিয়ার বেশীর ভাগ বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখন তাদের মালিক এখন চীনা মালয়েশিয়ানরা। আর তামিলদের বেশীর ভাগ ট্যাক্সি চালক আর কিছু আছে স্বর্ণ ব্যবসায়ী।

মালয়েশিয়ায় বহিরাগতদের নাগরিকত্ব দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ঐখানে জন্ম হলে বা কোন মালয় নাগরিককে বিয়ে করলে মালয়েশিয়ার নাগরিকত্ব পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার পাসপোর্ট দেয়া হয়। তাছাড়া, ব্যবসায় বিনিয়োগ করলেও নাগরিকত্ব এবং অন্য সকল নাগরিক সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে সকলেই সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে।

এখানকার প্রধান সংবাদপত্রগুলি হল উতুসান মালয়েশিয়া, দ্য স্টার এবং দ্য মালয় মেইল। এগুলির সবগুলিরই ইন্টারনেট সংস্করণ আছে। এগুলিতে স্থানীয় ইস্যু, রাজনীতি, ব্যবসা, বিনোদন এবং সংস্কৃতির উপর সংবাদ ও নিবন্ধ থাকে। উতুসান মালয়েশিয়া ইংরেজি ও মালয় উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। এটি ১৯৩৯ সালে সিঙ্গাপুরে যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৮ সালে মালয়েশিয়া ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করলে তারা কুয়ালালামপুরে স্থানান্তরিত হয়। এটি মালয়েশিয়ার প্রথম অনলাইন পত্রিকা হিসেবেও ইন্টারনেটে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে এটি মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বেশী পঠিত সংবাদপত্র।

কুয়ালালামপুরের কাছাকাছি আছে পোর্ট ডিকছন সমুদ্র সৈকত, পাহাড়ে ঘেরা গেন্টিং হাইল্যান্ড, আর হাতে যদি সময় বেশি থাকে চলে যেতে পারেন লাংকাভি আইল্যান্ড, পারহাটিয়ান আইল্যান্ড, বাতুফিংগি পেনাং।

থাকার জন্য কুয়ালালামপুর শহরের বুকিত বিনতাং এরিয়াতে স্বল্প ভাড়ার হোটেল থেকে শুরু করে পাঁচ তারকা হোটেলও পাওয়া যায়। সেখান থেকে শহরের সব চেয়ে আকর্ষণীয় পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার মাত্র ১০ মিনিটের হাঁটা পথের দূরত্ব। কেনাকাটার জন্য প্যাভিলিয়ন শপিং মল বিখ্যাত, আর ইলেক্ট্রনিক্স পন্য কেনা কাটার জন্য ল'ইয়েত প্লাজা বিখ্যাত।

কুয়ালালামপুর শহরের রাস্তাগুলো উঁচু নিচু। চড়াই উৎড়াই। আমাদের দেশের মত এখানকার রাস্তা তৈরীর জন্য পাহাড়ী অসমতল রাস্তা সমতল করা হয় না।

মালয়েশিয়ায় খাবার খুব সস্তা, খুব সহজেই মিলবে বাংলাদেশী মালিকানাধীন রেস্তোরা। তাছাড়া, ইন্ডিয়ান রেস্তোরা পাবেন এখানে সেখানে খুব সহজে। ভাষা জটিলতায় খুব বেশি পরতে হবে না কেননা এইখানে কম বেশি সবাই ইংরেজি ব্যবহার করে। শুধু একটু সাবধানে থাকতে হয় ইন্ডিয়ান তামিল ট্যাক্সি ড্রাইভার আর মধ্যরাতের পুলিশ থেকে। চির সবুজ মালয়েশিয়ার আর সবই উপভোগ্য।

■ লেখক: মীর মোঃ ফারুক
সাংবাদিক, বিশ্বভ্রমনকারী ও সদস্য
জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি।

‘সবচেয়ে প্রাচীন’ রঙিন অণুর সন্ধান লাভ

সাহারা মরুভূমির তলদেশ থেকে পাওয়া প্রাচীন এক পাথরখন্ডে পৃথিবীতে টিকে থাকা সবচেয়ে প্রাচীন জৈব রঙ আবিষ্কারের দাবি করছেন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (এএনইউ) বিজ্ঞানীরা। ১১০ কোটি বছর পুরনো ওই রঞ্জক উজ্জ্বল গোলাপী বর্ণের; ঘনীভূত অবস্থায় সেগুলো রক্ত লাল থেকে গাঢ় বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সামুদ্রিক প্রাণীকোষের উৎপাদিত ক্লোরোফিলের জীবাশ্ম অণু থেকে ওই রঞ্জকগুলো পাওয়া গেছে। মাটি থেকে পাওয়া পাথরের শিলা গুঁড়িয়ে সেগুলোকে আলাদা করা হয়েছে।

চূর্ণ শিলার মধ্যে জৈব দ্রাবক চালিয়ে এএনইউর পিএইচডি শিক্ষার্থী ড. নুর গুনেলি ওই রঞ্জকগুলো আবিষ্কার করেন। পাথর থেকে রঞ্জক পৃথকীকরণের প্রক্রিয়াটি ‘অনেকটা কফি মেশিনের মতোই’ বলেও মন্তব্য ব্রুকসের। যে পাথরখন্ড থেকে ‘পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো রঙিন অণু’ পাওয়া গেছে, সেটি বছর দশেক আগে মৌরিতানিয়ার তাউদেনি অববাহিকা থেকে তুলে আনা হয়েছে।

তিন ঘন্টায় বিশ্বের যে কোনো স্থানে!

শব্দের চেয়ে ৫ গুন দ্রুতবেগে চলতে সক্ষম বাণিজ্যিক বিমান তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত উড়োজাহাজ কোম্পানি বোয়িং। কোম্পানিটি জানায়, বিমানটি যাত্রীদের এক থেকে তিন ঘন্টার মধ্যে পৃথিবীর যেকোনো স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। মাত্র ২ ঘন্টায় লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে যেতে সক্ষম হবে এ আকাশযান। বর্তমানে এ দুরুত্ব পার হতে প্লেনের সময় লাগে ৭ ঘন্টা। তবে বোয়িং জানিয়েছে, তাদের এই বিমান তৈরির প্রকল্প এখন পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বোয়িং জানায়, চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের পর তাদের বিমান ঘন্টায় ৬ হাজার কিলোমিটারের বেশি গতিতে চলতে সক্ষম হবে।

সুপারসনিক যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ আসছে

শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে উড়ে মানুষের গন্তব্যকে আরো কাছে নিয়ে এসেছিল সুপারসনিক উড়োজাহাজ কনকর্ড। একটি দুর্ঘটনার পর ১৫ বছর আগে এ উড়োজাহাজে যাত্রী পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। তবে কনকর্ড যুগকে নতুন রূপে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বুম সুপারসনিক নামের একটি স্টার্টআপ।

তারা বলেন, তাঁদের উড়োজাহাজের গতি হবে ঘন্টায় ২,৩৩৫ কিলোমিটার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের যাত্রীবাহী সুপারসনিক উড়োজাহাজ কনকর্ড আকাশে প্রথম ডানা মেলে ১৯৬৯ সাল। ১৯৭৬ সাল এটি বাণিজ্যিক কার্যক্রমে যায়। এর সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘন্টায় ২,২৮০ কিলোমিটার। ২০০০ সালে দুর্ঘটানার প্রেক্ষিতে ২০০৩ সাল থেকে উড়োজাহাজ বন্ধ করে দেয়া হয়।

ত্রিমাত্রিক রঙিন এক্সরে!

এবার এসে গেছে ত্রিমাত্রিক রঙিন এক্সরে! এ এক্সরে দেহের অভ্যন্তরীণ অংশের ছবি আরো স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে দেখা যাবে বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। এ উদ্ভাবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে গবেষকরা। ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চের (সার্ন) গবেষকরা ২০ বছরের গবেষণার পর এ রঙিন এক্সরে উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেন। মূলত পার্টিকল ট্রাকিং টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে এ আবিষ্কার করেছেন সার্নের বিজ্ঞানীরা। সার্নের গবেষক দলের প্রধান ফিল বাটলার দাবি করেন, এ বিশেষ রঙিন এক্সরে দেহের অস্থি, তরুণাস্থি পেশিগুলোকে আরো স্পষ্ট করে তুলে আঘাতের সঠিক উৎপাদনস্থল নির্ণয়ের সক্ষম হবে।

বাতাসে চার্জ হবে মোবাইল ফোন

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্যামসাং এমন এক ফোন আনছে যা মৃদু বাতাসের সংস্পর্শে এলেই চার্জ হতে শুরু করবে। গ্যালাক্সি টেন মডেলের আধুনিক প্রযুক্তির এ ফোনে থাকছে ৭.৫ ইঞ্চির এলইডি স্ক্রিন, যা কাগজের মতোই তিনটি ভাঁজে মুড়ে ফেলা যাবে। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে এ ফোন বাজারে আসতে পারে। এর প্রাথমিক মূল্য ধার্য হয়েছে ৫০ হাজার টাকা।

‘আবেগী’ রোবট!

আবেগী অবস্থা বিবেচনা করে চামড়ার গঠন পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজের অনুভূতি দেখাবে এমন রোবট বানিয়েছেন একদল মার্কিন গবেষক। বাইরের আবরণে পরিবর্তন এনে রোবটটির আবেগী অবস্থা বোঝানো হয়। গাল ফুলিয়ে খুশি বোঝানো হয়, রাগলে চামড়ায় কাঁটা দেখানো হয়। আর দুঃখী হলে এবং জড়িয়ে ধরার দরকার হলে এটি ভীরু প্রতিক্রিয়া দেখায়। রোবটটির চামড়া গঠনমূলক আস্তর দিয়ে ঢাকা হয়েছে। রোবটের অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে এর আকার পরিবর্তন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল ইউনিভার্সিটির ডক্টরাল শিক্ষার্থী ইউয়ান হু বলেন, এখন বেশিরভাগ সামাজিক রোবট তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা শুধু চেহারার অনুভূতি এবং নাড়াচড়ার মাধ্যমে প্রকাশ

বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদ এখন ৭৯টি!

সেই ৪০০ বছর আগে গ্যালিলিও প্রথম আবিষ্কারের পর এখনো বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদ খুঁজে বেড়াচ্ছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এ নিয়ে বৃহস্পতি গ্রহে আবিস্কৃত চাঁদের সংখ্যা ৭৯টি। পুরো সৌরজগতে কোন গ্রহে এটির সর্বোচ্চ চাঁদের সংখ্যা। ওয়াশিংটনের কার্নেগি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের বিজ্ঞানীদের টেলিস্কোপে ২০১৭ সালে বৃহস্পতির পেছন দিকে এমন কিছুর সন্ধান পান। অবশেষে তারা নিশ্চিত হন যে, এগুলো বৃহস্পতির চাঁদ। ১৭ জুলাই ২০১৮ সালে ঘোষণা দেয়া হয়। তবে এর মধ্যে দুইটি চাঁদ সম্পর্কে আরো আগেই নিশ্চিত হন বিজ্ঞানীরা।

৪০০ বছর আগে ১৬১০ সালে বৃহস্পতির প্রথম চারটি চাঁদ আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। গ্রহটির সর্ববৃহৎ এ চাঁদগুলো হল, লো, ইউরোপা, গ্যানিমেড, ও ক্যালিসটো। বৃহস্পতির পর সর্বোচ্চ চাঁদ সংখ্যা হচ্ছে শনি গ্রহের, ৬১টি। এরপর ইউরেনাস ২৫টি, নেপচুনের ১৪টি। পৃথিবীর এক ও মঙ্গলের রয়েছে ২টি চাঁদ। বুধ ও শুক্র গ্রহের কোনটিরই চাঁদ নেই।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

স্বাস্থ্য কথা

সুস্থ থাকার কিছু উপায়

বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করুন:

কিছু কিছু দেশে পরিবারের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা রোজকার বিষয়। কিন্তু, পৃথিবীর যেকোনো জায়গায়ই বিশুদ্ধ পানি পাওয়া সেই সময় কঠিন হয়ে উঠতে পারে, যখন বন্যা, ঝড়, পাইপ ভেঙে যাওয়া অথবা অন্যান্য কারণে পানির প্রধান উৎস দূষিত হয়ে পরে। পানির উৎস যদি নিরাপদ না হয় এবং পানি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখা না হয়, তা হলে এতে রোগজীবাণু জন্মাতে পারে ও সেইসঙ্গে কলেরা, প্রাণনাশক ডায়েরিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগ হতে পারে। একটা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর ১৭০ কোটি লোক ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয় আর এর একটা প্রধান কারণ হল, দূষিত পানি পান করা।

সহজেই অসুস্থ না হওয়ার অথবা অসুস্থতা রোধ করার জন্য আপনি অনেক কিছু করতে পারেন।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসুস্থ ব্যক্তির মলের দ্বারা দূষিত পানি ও খাবার খাওয়ার কারণে কলেরা হয়ে থাকে। এই ধরনের এবং অন্যান্য পানি দূষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আপনি কোন পদক্ষেপগুলো নিতে পারেন, এমনকী তা যদি কোনো দুর্যোগের ঠিক পরেও হয়ে থাকে?

- লক্ষ রাখুন যাতে পানীয় পানি ও সেইসঙ্গে দাঁত ব্রাশ করার, আইস কিউব তৈরি করার, খাবার ও বাসনপত্র ধোয়ার অথবা রান্না করার পানি নিরাপদ উৎস থেকে আসে; সেই উৎস হতে পারে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত ভালোভাবে পরিশোধিত পানি অথবা নির্ভরযোগ্য কোম্পানির দ্বারা সরবরাহকৃত সিল করা বোতল।
- কোনোভাবে যদি পাইপের পানি দূষিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে সেই পানি ব্যবহার করার আগে ফুটিয়ে। নিন অথবা উপযুক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করে পানি পরিশোধন করে নিন।
- বিভিন্ন কেমিক্যাল যেমন, ক্লোরিন অথবা পানি পরিশোধক ট্যাবলেট ব্যবহার করার সময় প্রস্তুতকারী সংস্থার নির্দেশনা ভালোভাবে পড়ে তা অনুসরণ করুন।
- গুণগত মানসম্পন্ন পানির ফিল্টার ব্যবহার করুন, যদি তা সহজেই পাওয়া যায় এবং কেনার সামর্থ্য থাকে।
- এমনকী পানি পরিশোধন করার কেমিক্যালও যদি পাওয়া না যায়, তা হলে ঘরে ব্যবহারযোগ্য ব্লিচ ব্যবহার করুন, ১ লিটার জলে দু-ফোঁটা (১ গ্যালন পানি আট ফোঁটা) ব্লিচ ভালোভাবে মিশিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন এবং এরপর ব্যবহার করুন।
- পরিশোধিত পানি সবসময় পরিষ্কার পাত্রে ঢেকে রাখুন, যাতে তা আবারও দূষিত হয়ে না যায়।
- লক্ষ রাখুন যাতে পানি তোলার পাত্র পরিষ্কার থাকে।
- পরিষ্কার হাতে পানির পাত্র ব্যবহার করুন এবং পানি তোলার সময় হাত ও আঙুল পানির মধ্যে ডোবাবেন না।

■ চলবে...

খেলাধুলা

আলোচিত চরিত্র 'ভিএআর'

প্রায় প্রতি বিশ্বকাপেই নতুন কিছুর সংযোজন থাকে। তবে এবারের আসরে নতুন যোগ হওয়া ভিএআর বা ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি গুরুত্বের বিচারে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গোল হওয়া-না হওয়া, ফাউলের তীব্রতা নির্ণয় আর কার্ড-প্রাপ্য সঠিক খেলোয়াড় শনাক্তে মাঠের রেফারিকে সহকারী এই ভিএআর। এবার এই ভিএআরের সাহায্যে প্রায় ৪৫০টি ঘটনা যাচাই করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি ঘটনা রিভিউ করার সিদ্ধান্ত নেনে রেফারি। যার মধ্যে রেফারির প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণিত হয় ১৬টি ঘটনায়। অর্থাৎ প্রতি সাত ম্যাচে দু'ট করে রিভিউ চেয়েছেন রেফারিরা।

উদ্বাস্তু বিশ্বকাপ!

রাশিয়া বিশ্বকাপে অংশ নেয়া ১০টি ইউরোপীয় দলে অভিবাসী খেলোয়াড় ছিলেন ৮৩ জন। তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইউরোপের। ফুটবল বিশ্বে ইউরোপের যে আধিপত্য, সেটা অভিবাসী ফুটবলারদের কল্যাণেই। সোনালি প্রজন্মের বেলজিয়াম দলের অন্যতম তারকা রোমেলু লুকাকু। তার শৈশবও কেটেছে উদ্বাস্তু শিবিরে। চরম দারিদ্র ও অবহেলা অতিক্রম করে আজ তিনি বিশ্বজয়ী এক ফুটবলার। বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ফুটবল দলে রয়েছে অভিবাসী ফুটবলারদের আধিক্য। সবচেয়ে বেশি ফ্রান্সে।

রাশিয়া বিশ্বকাপ : খরচ ১,৪০০ কোটি ডলার

১১ শহরের ১২ স্টেডিয়ামে নানা ঘটনা ও নাটকীয়তায় গত মাসে আপাতত চার বছরের জন্য শেষ হয়েছে বিশ্ব ফুটবল উন্মাদনা। ফুটবল বোদ্ধাদের মতে, রাশিয়া বিশ্বকাপই 'সর্বকালের সেরা'। সুষ্ঠুভাবে এই বিশ্বকাপ আয়োজন করতে আয়োজক রাশিয়া খরচ করেছে ১,৪০০ কোটি ডলার বা ১ লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকা। বিশ্বকাপ উপলক্ষে চার মিলিয়নেরও বেশি লোকের সমাগম ঘটেছিল রাশিয়ায়।

৪৮ দলের বিশ্বকাপ কবে?

৩২ দলের বদলে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ- বহুল আলোচিত এই পরিকল্পনা এখন ফুটবলের অন্যতম বাস্তবতা। ফিফার বর্তমান সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০২৬ সালে আসর থেকে হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। তবে সব পক্ষ চাইলে ২০২২ থেকেই দল বাড়াতে চায় ফিফা। এক্ষেত্রে স্পন্সর, ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনগুলোর সম্মতির ব্যাপার আছে। বিশেষ করে ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফার মতামত এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২০২২ বিশ্বকাপের দিনক্ষণ

শেষ হলো 'রাশিয়া বিশ্বকাপ-২০১৮'। ফুটবলের জমজমাট লড়াই এই 'দ্য গেটেষ্ট শো অন আর্থ' দেখতে হলে অপেক্ষা করতে হবে আরো চার বছর। তবে ফুটবলপ্রেমীদের ইতোমধ্যে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের দিন-তারিখ জানিয়ে দিয়েছে ফিফা। তারা জানিয়েছে, বিশ্বকাপের ২০২২ সংস্করণ মাঠে গড়াবে নভেম্বরের ২১ তারিখ, যা ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে শেষ হবে।

অবসর নিলেন যারা

রাশিয়া বিশ্বকাপ খেলে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন বেশ কয়েকজন। যার মধ্যে আছে বিশ্বকাপজয়ী আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা (স্পেন) হাভিয়ের মাশেরানো (আর্জেন্টিনা), কেইসুক হোন্ডা (জাপান), সার্গেই ইগনাশেভিচ (রাশিয়া), আলেক্সান্ডার, সেমেদভ (রাশিয়া), ইউরি জিরকভ (রাশিয়া), মাকোতো হাসেবি (জাপান), গোতোকু সাকাইও (জাপান), সরদার আজমন (ইরান), রাফা মারকুয়েজ (মেক্সিকো) প্রমুখ।

টি-২০ বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ পাঁচে নাহিদা

মেয়েদের টি-২০ র‍্যাংকিংয়ে সেরা বোলারদের তালিকায় পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছেন বাংলাদেশের বাহাতি স্পিনার নাহিদা আক্তার। নাহিদা আক্তার ৫৯৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে উঠে এসেছেন সেরা পাঁচে। র‍্যাংকিংয়ে ১ নম্বরে আছেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার মেগান স্কট। টি-২০ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ৫ ম্যাচে ৭ উইকেট পান নাহিদা। নাহিদা ছাড়াও র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি হয়েছে রুমানা আহমেদের। ৫৫৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সেরা বোলারদের তালিকায় আছেন ১৩ নম্বরে। অলরাউন্ডারদের তালিকায়ও অষ্টম স্থানে সালমা, দ্বাদশ স্থানে রুমানা।

তামিম-সাকিব জুটির রেকর্ড রান

উইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্বিতীয় উইকেটে সর্বোচ্চ রানের (২০৭) জুটির রেকর্ড গড়েছেন দুই টাইগার টপ অর্ডার তামিম ইকবাল ও সাকিব আল হাসান। এর আগে রেকর্ডটি একচ্ছত্র দখলে রেখেছিলেন ইমরুল কায়েস ও জুনায়েদ সিদ্দিকী। ২০১০ সালের ২১ জুন এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় উইকেটে ১৬০ রান করেছিলেন এ দুই টাইগার টপ অর্ডার। ৮ বছর পরে এসে রেকর্ডে ভাগ বসালেন সাকিব ও তামিম।

ফাহিমার হ্যাটট্রিক

অষ্টম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-২০'তে হ্যাটট্রিক করেছেন বাংলাদেশের ফাহিমা খাতুন। নেদারল্যান্ডসে মেয়েদের বিশ্ব টি-২০'র বাছাই পর্বে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে এ কৃতিত্ব দেখান বাংলাদেশের এ লেগস্পিনার। ম্যাচের ১৩তম ওভারের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বলে ফাহিমা একে একে তুলে নেন উদেনি ডোনা, ইশা রোহিত ওজা ও কাভিশা ইগোদাগের উইকেট। ফাহিমার বোলিং নৈপুণ্যে মাত্র ৩৯ রানেই অল আউট হয় আরব আমিরাতের মহিলা দল, যা দুই উইকেট খুইয়েই টপকে গেছে বাংলাদেশ।

■ অগ্রদূত ক্রীড়া প্রতিবেদক

ছড়া-কবিতা

জাতির পিতার স্মরণে

সৌরভ

এই দেশে জন্মে যে জাতির পিতা
শেখ মুজিবকে মানে না
বাঙালি নয় সে আদৌ বঙ্গবন্ধুর জন্য যার
মন একবারও ভাবে না ।
যে দিল এনে একটি স্বাধীন দেশ,
একটি পতাকা
শাখো শহীদের বুকের রক্তে মাখা লাল
সবুজে আঁকা।
ভুলবো না আমরা কোন দিন এই গৌরবময়
স্বাধীনতার সোনালী দিন
পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাড়াঁলাম এক
জাতি মুক্ত স্বাধীন।
আজও গুমরে কাঁদে শহীদের আত্মা শুনি
শতকণ্ঠের কান্না
মনে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের বীভৎস সেইদিনগুলি
মন ভাষা জানে না।
সে আদৌও বাঙালি নয় যার মন এদেশের
মাটি টানে না ।
স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশে যে জাতির
পিতাকে খোঁজে না ।

স্বাধীনতার গৌরব গাথাঁর সঠিক ইতিবৃত্ত
যে জানে না
আমি বাংলাদেশী বলে পরিচয় দেয়া তার
সাজে না ।

শোক ও শক্তি

(জাতীয় শোক দিবসের কবিতা)

শিখর চৌধুরী

জাতীয় শোক দিবসের আহবান,
ঝরে গিয়েছে যে পিতৃপ্রাণ।
লজ্জা-ব্যথা ও অপমানে,
জাতীয় শোক ও শক্তি যে খেলা করে প্রাণে।
পথভ্রষ্ট সেনারা যদিও বুঝেছে ভুল
কিন্তু নির্মম হত্যায় ভেসে গেছে যে সব কূল।
বুলেট-বিদ্ধ মানুষটির জন্য গোটা বাঙালি বিরহী
ইউনেস্কোর ঐতিহ্যবাহী রেজিষ্টারে সংরক্ষিত ভাষণে তুমি।
সময়ের শোকে বাজছে আজও বিষাণ,
শেখ মুজিবুর রহমান, তুমি সত্যিই মহীয়ান।।

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

২৬.০৭.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার
– ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের দুই 'বীরকন্যা' প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও বীণা দাস-এর মরণোত্তর স্নাতক ডিগ্রি সনদ বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৭.০৭.২০১৮ ॥ শুক্রবার
– এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং (APG)-এর কো- চেয়ারের দায়িত্ব গ্রহণ করে বাংলাদেশ।

৩০.০৭.২০১৮ ॥ সোমবার
– রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
– প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংক রূপে তালিকাভুক্ত করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

০১.০৮.২০১৮ ॥ বুধবার
– 'জাতীয় পাটনীতি ২০১৮' -এর প্রজ্ঞাপন জারি করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

০৬.০৮.২০১৮ ॥ সোমবার
– মন্ত্রিসভায় 'সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮' -এর খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন।

০৭.০৮.২০১৮ ॥ মঙ্গলবার
– আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে সাঁওতালি ভাষার উইকিপিডিয়া।

০৮.০৮.২০১৮ ॥ বুধবার
– জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন হয়।

১০.০৮.২০১৮ ॥ শুক্রবার
– বিদ্যুত খাতে সহযোগিতা বাড়াতে নেপালের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ।

১২.০৮.২০১৮ ॥ রবিবার
– ২৭১টি বেসরকারি কলেজকে সরকারি করণের প্রজ্ঞাপন জারি হয়।

১৫.০৮.২০১৮ ॥ বুধবার
– দেশব্যাপী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাৎবার্ষিকী পালিত হয়।

১৭.০৮.২০১৮ ॥ শুক্রবার
– বঙ্গোপসাগরের ১৫ দিনব্যাপী সামুদ্রিক সম্পদের জরিপ কাজ সমাপ্ত।

১৮.০৮.২০১৮ ॥ শনিবার
– জাতীয় গ্রিডে এলএনজি'র বানিজ্যিক সরবরাহ শুরু।

২০.০৮.২০১৮ ॥ সোমবার
– পবিত্র হজ পালিত হয় ।

২২.০৮.২০১৮ ॥ বুধ
– পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপিত হয় ।

বিদেশের খবর...

২৬.০৭.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার
– ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধানসভায় রাজ্যের নাম 'বাংলা' রাখার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।

২৭.০৭.২০১৮ ॥ শুক্রবার
– শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ।

০১.০৮.২০১৮ ॥ বুধবার
– ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে হাজারতম টেস্টের মাইলফলক স্পর্শ করে ইংল্যান্ড।
– ওয়ানডে ক্রিকেটের ২৩ তম দেশ হিসেবে অভিষেক ঘটে নেপালের।

০৩.০৮.২০১৮ ॥ শুক্রবার
– চীন তাদের প্রথম উচ্চগতিসম্পন্ন হাইপারসনিক বিমানের সফল পরীক্ষা চালায়।

০৬.০৮.২০১৮ ॥ সোমবার
– জাপানের হিরোশিমায় বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমা হামলার ৭৩তম বার্ষিকী পালিত।

০৯.০৮.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার
– মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স মহাকাশ বাহিনী (স্পেস আর্মি) গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

১১.০৮.২০১৮ ॥ শনিবার
– সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ১১ দিনব্যাপী লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসব (দক্ষিণ এশিয়া) সমাপ্ত হয় ।

১২.০৮.২০১৮ ॥ রবিবার
– সূর্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয় নাসার মহাকাশযান 'পার্কার সোলার প্রোব'

১৪.০৮.২০১৮ ॥ মঙ্গলবার
– মার্কিন ইলেকট্রনিক পণ্য বর্জনের ঘোষণা দেয় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট।

১৭.০৮.২০১৮ ॥ শুক্রবার
– পাকিস্তানের ২২তম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ইমরান খান।
– মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।

১৮.০৮.২০১৮ ॥ শনিবার
– ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা ও পালেম্বাংয়ে শুরু হয় এশিয়ান গেমসের ১৮তম আসর।

২২.০৮.২০১৮ ॥ বুধবার
– রাশিয়ার ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ কার্যকর করে যুক্তরাষ্ট্র।

২৩.০৮.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার
– চীনের আরো ১৬০০ কোটি ডলারের ২৭৯ পণ্যের ওপর ২৫% শুল্কারোপের ঘোষণা কার্যকর করে যুক্তরাষ্ট্র।

২৭.০৮.২০১৮ ॥ সোমবার
– ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে দু'দিনব্যাপী তৃতীয় মহাসাগরীয় সম্মেলন (IOC) শুরু হয় ।

৩০.০৮.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার
– নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে শুরু হয় দু'দিনব্যাপী চতুর্থ BIMSTEC শীর্ষ সম্মেলন।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

ভুয়া অ্যাপ চেনার কিছু সহজ উপায়!

তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে এখন হাতে হাতে স্মার্টফোন। আর স্মার্টফোন ব্যবহারের অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধাই আমরা পেয়ে থাকি নানা ধরণের অ্যাপ ব্যবহার করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কিছু ভুয়া অ্যাপ ডাউনলোড করে ফেলি। আর এটি হয়ে থাকে আমরা আসল অ্যাপ সঠিকভাবে চিনতে না পারার কারণে। তবে এসব ভুয়া অ্যাপ ডাউনলোডের পরিণতিও হয় ভয়াবহ।

আপনি যদি আপনার স্মার্টফোনটিতে ভুয়া অ্যাপ ডাউনলোড করেন তাহলে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য বেহাত হতে পারে যা আপনার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

তাই সবসময় শুধুমাত্র জেনুইন অ্যাপই ডাউনলোড করতে হবে। তবে এ কাজটি সহজ নয়। কারণ অনলাইনে প্রায় সবখানেই ছড়িয়ে রয়েছে ভুয়া অ্যাপ। তাই সর্বপ্রথম আপনাকে জানতে হবে কিভাবে ভুয়া অ্যাপ চিহ্নিত করবেন এবং তা ডাউনলোড করা থেকে বিরত থাকবেন।

১.সর্বদা অফিসিয়াল অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করুন

সর্বদা শুধুমাত্র অফিসিয়াল অ্যাপ স্টোর থেকেই অ্যাপগুলো ডাউনলোড করুন। হয়ত অনেক সময় আপনি অন্যান্য জায়গা থেকেও অ্যাপ ডাউনলোড করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু যতটা সম্ভব অ্যাপ ডাউনলোডের ওই উৎসগুলোকে এড়িয়ে চলুন। যদিও অফিসিয়াল অ্যাপ স্টোরগুলোতেও অনেক সময় ক্ষতিকারক অ্যাপ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে অফিসিয়াল অ্যাপ স্টোর কর্তৃপক্ষ সেগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে ফেলতে সচেষ্ট থাকেন। তাই সর্বদা অফিসিয়াল অ্যাপ স্টোরগুলোর উপরই ভরসা রাখুন এবং এতে করে ভুয়া অ্যাপ ডাউনলোডের সম্ভাবনা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে।

২.অ্যাপ এর বিবরণ পড়ুন

কোনো অ্যাপে প্রচুর বানান বা ব্যাকরণগত ভুল খুঁজে পেয়েছেন? এক্ষেত্রে এটিকে ভুয়া অ্যাপের একটি সম্ভাব্য ইঙ্গিত হিসেবেই ধরে নিতে পারেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো বিশ্বস্ত ডেভেলপার এ ধরনের ভুল করবে না। তাই কোনো একটি অ্যাপের মৌলিক বিবরণে এ ধরনের ভুল থাকা মানেই হলো সেই অ্যাপটি ভুয়া হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

৩.রিভিউগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করুন

কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে তার রিভিউগুলো পড়ে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যদি কোনো অ্যাপ ভুয়া হয়ে থাকে তবে নির্দিষ্ট কিছু রিভিউ এ কেউ না কেউ তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবেনই। তাই কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে অ্যাপটির বিষয়ে অন্যরা কি বলেছে তা দেখে নিতে ভুলবেন না।

৪.ডেভেলপারের ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করুন

অ্যাপ ডেভেলপারের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করার চেষ্টা করুন অথবা অ্যাপ স্টোরের বিবরণ থেকে তার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। একটি অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে, সর্বদা এর ডেভেলপার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে যদি সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পান- যেমন যদি তাদের কোনো ওয়েবসাইট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রোফাইল না থাকে, তাহলে সেই অ্যাপটি ডাউনলোড না করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

৫.ডাউনলোডের সংখ্যাকেও বিবেচনা করুন

কোনো অ্যাপ আসল না ভুয়া তা যাচাই করার এটি খুবই ভালো একটি সূচক। যদি ডাউনলোডের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে থাকে তবে এটি কখনই সম্ভব নয় যে এত বিপুলসংখ্যক মানুষ এর মাধ্যমে প্রতারণার স্বীকার হয়েছেন।

তবে মনে রাখবেন, উপরের পয়েন্টগুলোই একটি অ্যাপ আসল না ভুয়া তা যাচাই করার করার জন্য ধ্রুবক নয়। এছাড়াও এক্ষেত্রে আরো বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা যেতে পারে। যাহোক, যাচাই না করে শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাসে কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করার চেয়ে এই পয়েন্টগুলো অনুসরণ করে তা যাচাই করেই ডাউনলোড করাটাই উত্তম নয় কি?

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়ার্কশপ আয়োজন

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের সহায়তায় বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চলের আয়োজনে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোরে ২৭ থেকে ২৮ জুলাই স্কাউটিং ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা, বরিশাল, রোভার, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম ওয়ার্কশপ পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), জনাব সালাহউদ দীন আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), জনাব শাফায়াতুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), জনাব মোঃ আবু হান্নান, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, আঞ্চলিক সম্পাদক, খুলনা অঞ্চল ও জনাব মোঃ মশিউর রহমান, উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)।

প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শফিকুজ্জামান, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস,খুলনা অঞ্চল। অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষনা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল। ওয়ার্কশপে ৪২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীরা আবাসিক অবস্থানের মাধ্যমে স্কাউটিং এর ব্র্যান্ডিং ও ডিজিটাল মার্কেটিং প্রসারে স্ব-স্ব মতামত তুলে ধরার সুযোগ পান। স্কাউটিং এর সম্প্রসারণে কিভাবে উপজেলা, জেলা, বিভাগ, অঞ্চল জাতীয় সদর দফতরেরর সাথে কাজ করবে সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। অংশগ্রহণকারীদের সাথে সেশনে গ্রুপ ভিত্তিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে স্কাউটিং সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নত করা এবং এর সমাধানে দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে স্কাউটিং এর প্রচার ও প্রসারের বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। সামাজিক মাধ্যমে কি ধরণের ছবি, সংবাদ দেয়া যেতে পারে সে বিষয়ে গ্রুপ আলোচনা করা হয়। স্কাউটিংয়ের সফলতার গল্প তৈরির পদ্ধতি হাতে কলমে শেখানো হয়।

■ খবর: অগ্রদূত সংবাদদাতা

সিরাজগঞ্জ পিটিআইতে স্কাউটিং বিষয়ক ৪ টি ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালনায় ও সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ১৩ আগস্ট ২০১৮ তারিখে সিরাজগঞ্জ পি.টি.আই সিরাজগঞ্জে ৩২৫, ৩২৬,৩ ২৭ ও ৩২৮তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকার সভাপতিত্বে কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, বিভাগীয় কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত), রাজশাহী বিভাগ ও সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস্ রাজশাহী অঞ্চল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সরকার ছানোয়ার হোসেন, সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকার মোহাম্মদ রায়হান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা, জনাব সত্যরঞ্জন বর্মন, উপ-পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চল, জনাব আব্দুল কুদ্দুস মিঞা, সুপারিন্টেনডেন্ট (চলতি দায়িত্ব) পিটিআই সিরাজগঞ্জ, জনাব এম.এম কামরুল হাসান (পিআরএস) , ম্যানেজার এক্সিম ব্যাংক, সিরাজগঞ্জ।

সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন,সহকারী পরিচালক, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ জেলা।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে শোক প্রকাশ করে বলেন এই মাস শোকের মাস। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলাদেশ গড়তে স্কাউটিং এর ভূমিকা অপরিসীম। স্কাউটিং এর প্রধান কাজ হলো সেবার মান উন্নয়ন করে দেশকে যেমন পেয়েছো তার চাইতে আরো সুন্দর করা,স্কাউটস শিক্ষার্থীদের নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে থেকে আত্ম-উন্নয়ন তথা দেশ গড়ার ভূমিকা রাখছে। ১১০ বছর আগে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল মানবতার সেবায় স্কাউটিং -এর সূচনা করেন। স্কাউটিং এর কার্যক্রম সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। মানব সেবার ব্রত নিয়ে স্কাউটরা প্রাথমিক দুর্যোগ কিংবা অসহায় মানুষের আর্তনাদ লাঘব করতে হাত বাড়িয়ে ছুটে চলেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর আর্থিক ভিত্তি মজবুত করা, অবকাঠামোগত সুবিধা, স্কাউটদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের পরিসর ও স্কাউট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় দেশব্যাপি স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। ওরিয়েন্টেশন কোর্স সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ কোর্সটি অংশগ্রহণ করেন।

পাবনা সদর উপজেলার সপ্তম ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল

১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটস পাবনা সদর উপজেলার সপ্তম ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভা আর. এম একাডেমী, পাবনা মিলনায়তনে সভাপতি. বাংলাদেশ স্কাউটস, পাবনা সদর উপজেলা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, পাবনা জেলা ও জেলা প্রশাসক, পাবনা। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন পাবনা সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব মোশারফ হোসেন, জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব নাসির উদ্দীন, জেলা প্রাথ মিক শিক্ষা অফিসার জনাব আব্দুস সালাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব ওয়াহেদুজ্জামান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মীর্জা মোহাম্মদ বেগ , রাজশাহী আঞ্চলিক স্কাউটসের উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব নওশাদ আলী, জেলা স্কাউট সম্পাদক মীর্জা আলী নাসির, বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চলের সহকারি পরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, উপজেলা স্কাউটসের কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ মোঃ জাহিদ হোসেন ও সম্পাদক জনাব মঞ্জুরুল হাসান। কাউন্সিলে বিগত তিন বছরের প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয় পেশ ও অনুমোদন করা হয়। ২য় পর্বে আগামী তিন বছরের জন্য পদাধিকার বলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিনকে সভাপতি ও আছির উদ্দিন সরদার উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মঞ্জুরুল হাসানকে সম্পাদক করে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

■ খবর প্রেরক: অগ্রদূত সংবাদদাতা

রংপুরে শাপলা কাব ও পিএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন

৩ আগস্ট ২০১৮ রংপুর জিলা স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় শাপলা কাব ও পিএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন কার্যক্রম। এতে অংশগ্রহণ করে রংপুরের বিভিন্ন উপজেলা থেকে ৫০জন কাব স্কাউট ও ৬৯জন স্কাউট। মূল্যায়নকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের জনাব ফজলুল বারী ও জনাব নকুল মহন্ত। সকাল ৯ টা থেকে ১ঘন্টার লিখিত মূল্যায়ন শেষে মৌখিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে পরীক্ষার্থীরা। দুপুর ১২ টায় সাঁতার মূল্যায়ন হয় রংপুর ক্রিকেট গার্ডেন পুকুরে। রংপুর স্কাউট ভবনে বেলা ৩টায় শেষ হয় জেলা পর্যায়ের মূল্যায়নের আনুষ্ঠানিকতা।

■ খবর প্রেরক: মো. আবু হাসনাত
অগ্রদূত সংবাদদাতা, রংপুর জেলা

কাউনিয়ার ওরিয়েন্টেশন কোর্স

গত ১৭ আগস্ট ২০১৮ বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস কাউনিয়া উপজেলা ও সুইড-বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় কাউনিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ৩২৫তম ওরিয়েন্টেশন কোর্স।

বিভিন্ন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার অতুল প্রমদ সরকার। তার প্রশিক্ষক হিসেবে সহযোগিতা করেন স্কাউটার মুক্তালাল রায় ঈশোর, স্কাউটার সুলতানা আরজমা হক, স্কাউটার শিপুল- আখতার, স্কাউটার ফাহমিদা- আফরোজি সীমা প্রমুখ। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক বিদ্যালয়ের ৩৪জন শিক্ষক শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা আঞ্চলিক সম্পাদক স্কাউটার আব্দুল মোন্নাফ, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) স্কাউটার মাহবুবুল আলম প্রামানিক উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধা পিটিআইতে ওরিয়েন্টেশন কোর্স

গত ১৩ আগস্ট ২০১৮ বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতরের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস গাইবান্ধা জেলার ব্যবস্থাপনায় ও গাইবান্ধা পি.টি.আই-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় ৩১৯, ৩২০, ৩২১ ও ৩২২ তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স। বাংলাদেশ স্কাউটস এর অর্থায়নে এই কোর্সসমূহ গাইবান্ধা পিটিআই-এর চারটি ভিন্ন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, গাইবান্ধা জেলা ও জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা জনাব গৌতম চন্দ্র পাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা পিটিআই এর সুপারিনটেনডেন্ট জনাব শামছি আরা আখতার বেগম, জেলা স্কাউট সম্পাদক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের সম্পাদক জনাব মো. আব্দুল মোন্নাফ ও সহকারি পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জোন জনাব সৈকত হোসেন প্রমুখ।

৩১৯ তম কোর্সে লিডারের দায়িত্ব পালন করেন খন্দকার খায়রুল আলম। প্রশিক্ষক হিসেবে সহায়তা করেন স্কাউটার সাইফুল ইসলাম, স্কাউটার এনামুল হকসহ অন্যান্য প্রশিক্ষকবৃন্দ।

৩২০ তম কোর্সের পরিচালনায় এর দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মাহবুবুল আলম প্রামানিক আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল।

৩২১ তম কোর্সে- কোর্স লিডার ছিলেন স্কাউটার নকুল চন্দ্র রায়। ৩২২ তম কোর্সে কোর্স লিডার -এর দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার শামীম আরা সীমা। কোর্সসমূহে প্রশিক্ষক হিসেবে স্কাউটার সৈকত হোসেন, স্কাউটার মোঃ সেকেন্দার আলী, স্কাউটার আব্দুস মালেক সরকার, স্কাউটার আব্দুল মোন্নাফ, স্কাউটার জিন্নাতুল ফেরদৌস প্রমুখ।

চারটি ওরিয়েন্টেশন কোর্সে ২০০ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি মহিলা ছিলেন।

■ খবর প্রেরক: খন্দকার খায়রুল আলম
লিডার ট্রেনার

দিনাজপুরে কাব লিডার স্কিল কোর্স

গত ০১-০৪ আগস্ট ২০১৮ বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয় সদর দফতরের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় সফলভাবে সু-সম্পন্ন হয় ৯৯তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স।

দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন খন্দকার খায়রুল আলম। প্রশিক্ষক ও কাউন্সিলর হিসেবে সহযোগিতা করেন স্কাউটার আরিফ হোসেন চৌধুরী, স্কাউটার শামীম আরা সীমা, স্কাউটার ফারহানা তামজিয়া মান্নান, স্কাউটার হাসানুল হাসিম সুইট, স্কাউটার মামনুর রশীদ, স্কাউটার সৈকত হোসেন, স্কাউটার শিপুন আখতার ও স্কাউটার মো. ইউনুস।

কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আব্দুল মোন্নাফ, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল। মহাতাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব শফিকুল আলম রঞ্জু, জনাব মাহবুবুল হক প্রামানিক, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল, জনাব আব্দুল মোন্নাফ, সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল প্রমুখ।

কোর্সের মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে ০৫ পাঁচটি ষষ্ঠক পাঁচটি আইটেম পরিবেশন করে।

০৪ আগস্ট বিকেলে সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ শেষে কোর্স লিডার কর্তৃক পতাকা নামানোর মধ্য দিয়ে ৯৯তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স এর সমাপ্তি ঘটে।
কোর্স-এ সর্বমোট ৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে ২২ জন মহিলা প্রশিক্ষনার্থী ছিলেন।

কুড়িগ্রামে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

সম্প্রতি বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় "৩১১ তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্স"।

কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই কোর্সে কোর্স লিডার ছিলেন স্কাউটার মো. শাহাবুদ্দিন। কোর্স বাস্তবায়নে সহায়তা করেন জনাব মোছা. সুলতানা পারভীন, জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম, জনাব একেএম সামিউল হক, খন্দকার খায়রুল আলম ও জনাব অতুল প্রসাদ সরকার। কোর্সে কুড়িগ্রাম জেলা কালেক্টরেট এর সহকারী কমিশনার (ম্যাজিস্ট্রেট), শিক্ষা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ প্রধান শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন।

কোর্সে ৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন তন্মোধ্যে ০৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

কাব লিডার অ্যাডভান্স কোর্স

গত ২৬-৩১ আগস্ট ২০১৮ বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় ৩৮০তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্স কোর্স।

বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই কোর্সটি পরিচালনা করেন স্কাউটার আলেয়া খাতুন। কোর্স লিডারকে সহায়তা করেন স্কাউটার অতুল প্রসাদ, স্কাউটার মামুনুর রশীদ, স্কাউটার জিন্নাতুল ফেরদৌস, স্কাউটার সুলতানা আরজমা হক, স্কাউটার শোয়াক্ষের আলম সোনা স্কাউটার ইখতিয়ার হোসেন ও স্কাউটার শফিউর রহমান।

কোর্সে সর্বমোট ৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহন করেন। তার মধ্যে ২২ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং মহাতাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব শফিকুল আলম, জনাব মাহবুবুল আলম, আঞ্চলিক উপ- কমিশনার (প্রশিক্ষণ) ও জনাব আব্দুল মোন্নাফ, সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল।

নতুন কুড়ি রেলওয়ে মুক্ত স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা

নতুন কুড়ি রেলওয়ে মুক্ত স্কাউট গ্রুপের নবাগত স্কাউটদের দীক্ষা প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটস রেলওয়ে অঞ্চল সিলেট রেলওয়ে জেলার আওতাধীন নতুন কুড়ি রেলওয়ে মুক্ত স্কাউট গ্রুপের ক শাখা এবং খ শাখার স্কাউট ইউনিটের মোট ৩২ জন নতুন সদস্যদের ২৭/০৮/২০১৮ তারিখে তাদেরকে দীক্ষা প্রদান করা হয় । দীক্ষানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিলেট রেলওয়ে জেলার সম্পাদক ও রোভার স্কাউট লিডার জনাব আনিসুর রহমান সরকার এহিয়া, অভিভাবক সদস্য জনাব আব্দুল ওয়াহিদ, উদয়ন রেলওয়ে মুক্ত স্কাউট দলের স্কাউট লিডার আরিফ আহমদ আসিফ ও বরমচাল রেলওয়ে মুক্ত দলের স্কাউট লিডার সামী আল রাজি, স্কাউট লিডার শামীম আহমদ, ইউনিট লিডার মুজাহিদুর রহমান নতুন কুড়ি রেলওয়ে মুক্ত স্কাউট দল, ইউনিট লিডার বাছিত আহমেদ, রোভার মেট ময়ুব আহমেদ, রোভার মেট নাছির উদ্দিন, রাফি, ফরহাদ, মাহদী প্রমুখ । উল্লেখ্য যে দীক্ষা গ্রহনের মাধ্যমে একজন সদস্য পরিপূর্ণ স্কাউট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বিপি'র বাণী

"পৃথিবীটাকে যেমন পেয়েছ তার থেকে সুন্দর করে রেখে যেতে চেষ্টা কর"

ময়মনসিংহ অঞ্চল

শেরপুর পিটিআইতে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চল এর ব্যবস্থাপনায় ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখে পিটিআই, শেরপুরে ৩২, ৩৩ এবং ৩৪তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ১৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী ১২টি উপদলে ভাগ হয়ে অংশগ্রহণ করেন। ৩২তম কোর্সের কোর্স লিডার হিসেবে স্কাউটার মো: ওহিদুল হক , প্রশিক্ষক হিসেবে স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম, স্কাউটার হারুন আর রশীদ, স্কাউটার নাজমুন নাহার, স্কাউটার মো: আইয়ুব আলী, ৩৩তম কোর্সে কোর্স লিডার স্কাউটার স্বপন কুমার দাস, প্রশিক্ষক হিসেবে স্কাউটার বরকত আলী, স্কাউটার মোঃ মেরাজ উদ্দিন, স্কাউটার শাহিদা আক্তার এবং ৩৪তম কোর্সে কোর্স লিডার স্কাউটার জামাল উদ্দিন আকন্দ, স্কাউটার মোঃ আবুল হোসেন-এএলটি, স্কাউটার শেফালী খাতুন, স্কাউটার মোঃ আবুল হোসেন খান এবং স্কাউটার মো: সোলাইমান মিয়া সহায়তা করেন। কোর্স ৩ টি পরিদর্শন করেন শেরপুর পিটিআই সুপার।

প্রথমে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী পরিচালক স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম। আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো, স্কাউটের মৌলিক বিষয় , বিভিন্ন শাখার প্রোগ্রাম এবং প্যাক, ট্রুপ মিটিং নিয়ে আলোচনা করা হয়। সর্বশেষে সমাপনী অনুষ্টানে কোর্স লিডার ও স্টাফগণ কর্তৃক অংশগ্রহণকারীগণকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। ১মাস পরে বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে কোর্সের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। কোর্স ৩টি বাস্তবায়নের জন্য পিটিআই এর সকলে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, শেরপুর জেলার সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

■ খবর প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

চট্টগ্রাম অঞ্চল

কাপ্তাইয়ে স্কাউটসের ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

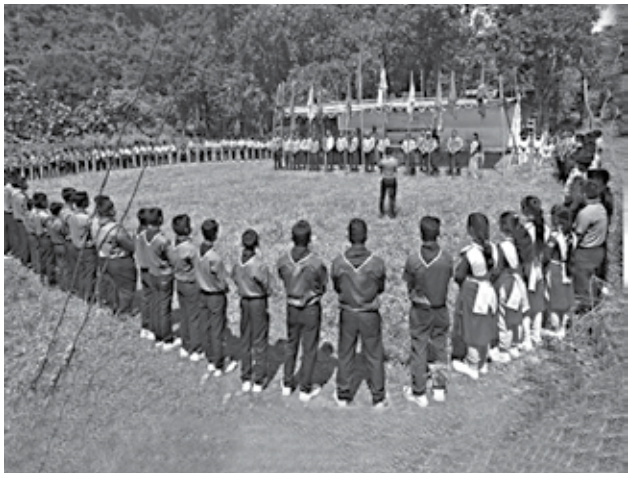

কাপ্তাই উপজেলা স্কাউটসের উদ্যোগে 'উপজেলা ডে ক্যাম্প' গত ১৪ আগস্ট বর্ণাঢ্য আয়োজনে উপজেলার মায়াবন স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। 'মানবতার সেবায় স্কাউটিং' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত ডে ক্যাম্পে কাপ্তাই উপজেলার ১০টি বিদ্যালয় এবং ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কাউট এবং কাব স্কাউট অংশগ্রহণ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে ডে ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, কাপ্তাই উপজেলা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ রুহুল আমিন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব নাদির আহমদ, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব খুরশিদুল আলম চৌধুরী ও রাঙ্গামাটি জেলা স্কাউটসের সহ-সভাপতি কাজী মোশাররফ হোসেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক জনাব মাহবুব হাসান বাবু।

ডে ক্যাম্পে প্রতি স্কুলের ৮ জন করে ১০টি স্কুলের মোট ৮০ জন স্কাউট অংশ নেয়। এছাড়াও প্রত্যেক স্কুল থেকে একজন করে মোট ১০ ইউনিট লিডার অংশ নেন। প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৭ জন করে ১২ স্কুলের মোট ৮৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এছাড়াও প্রত্যেক স্কুল থেকে ১ জন করে ইউনিট লিডার ডে ক্যাম্পে অংশ নেয় বলে উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক মাহবুব হাসান বাবু জানান। এই ক্যাম্প থেকে শিক্ষার্থীদের স্কাউটিং কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। ডে ক্যাম্পে অংশ নেবার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা তাঁবু তৈরি থেকে শুরু করে রান্নার আয়োজনও করে। সফল ও সুন্দরভাবে ডে ক্যাম্পের আয়োজন করায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্কাউটিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

■ খবর প্রেরক: কাজী মোশাররফ হোসেন

কুমিল্লা অঞ্চল

কসবায় স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

কসবা উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স ২ আগস্ট ইমাম প্রি-ক্যাডেট স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, কসবা উপজেলা জনাব হাসিনা ইসলাম। বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব ফারুক আহাম্মদ এর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন জেলা কোষাধ্যক্ষ জনাব এ.বি.এম আবুল হাসেম, প্রশিক্ষক জনাব মো. মিজানুর রহমান এএলটি, জনাব মো. অলিউল্লাহ সরকার অতুল, উপজেলা স্কাউটস কমিশনার জনাব আয়েশা আক্তার, সম্পাদক জনাব নজরুল ইসলাম চৌধুরী, যুগ্মসম্পাদক জনাব মো. জয়নাল আবেদীন, জনাব মো. জামাল হোসেন আখন্দ, জনাব দেলোয়ার হোসেন বাদল ও জনাব মো. ইব্রাহিম খলিল।

কোর্সে ১৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। পরে তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

■ খবর প্রেরক: অগ্রদূত সংবাদদাতা

সিলেট অঞ্চল

সিলেট অঞ্চলে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী ও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস পালন করেছে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট

অঞ্চল। বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেষনা ও মূল্যায়ন) জনাব ইসমাইল আলী বাচ্চু'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জনাব বদরুল ইসলাম শোয়েব। অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল জনাব মুবিন আহমদ জায়গীরদার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট মেট্রোপলিটন জেলা সম্পাদক জনাব মোঃ ওয়াহিদুল হক, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, আঞ্চলিক পরিচালক জনাব উনুচিং মারমা, সহকারী পরিচালক জনাব রাসেল আহমদ, অফিস সুপার জনাব অজয় কুমার দে, হিসাব সহকারী নবেন্দু চন্দ্র দে, অগ্রদূতের সিলেট জেলা প্রতিনিধি খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন প্রমুখ।

■ খবর প্রেরক: খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন
সিলেট জেলা , অগ্রদূত সংবাদদাতা

বিপি'র বাণী

"আমাদের আন্দোলনের দিকটি কেবল আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদই নয় বরং পারস্পরিক শুভেচ্ছার মাধ্যমে বিশ্বের ভবিষ্যৎ শান্তি নিশ্চিত করার প্রকৃত পদক্ষেপ হিসেবে তৈরি করছে।"

– রোভারিং টু সাকসেস গ্রন্থ

দিনাজপুরে শতবর্ষ রোভার মেট কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভারের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় ২৭-৩১ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত দিনাজপুরে শতবর্ষ রোভার মেট কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। বিরল ডিগ্রী কলেজ, বিরল দিনাজপুরে ২৭ জুলাই ২০১৮ তারিখে উদ্বোধনের মাধ্যমে কোর্সের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে ৫ দিনব্যাপী ৩টি রোভার মেট কোর্সে ১৭০ জন সদস্য স্তরের রোভার ও গার্ল ইন রোভার অংশগ্রহণ করে। ৫ দিনব্যাপী রোভার ও গার্ল ইন রোভাররা রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম, স্কাউটিং বিষয়ে অনেক অজানা বিষয় জানতে পারে । শতবর্ষ রোভার মেট কোর্স ৩টিতে কোর্স লিডার হিসেবে ছিলেন জনাব মো: আরিফুর রেজা, জনাব মো: জহুরুল হক ও জনাব মো: নুরে আলম জাহিদুর রহমান। শেষ দিন ও সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-২। তিনি বলেন- রোভারিং এর শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেট কোর্সটি ছেলে মেয়েদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে। রোভারিং করে তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সহযোগিতা করবে। সমাপনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভার কমিশনার জনাব মোঃ সাইফুদ্দিন আখতার, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ মোজাহার আলী, সহকারী কমিশনার জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান, সম্পাদক জনাব মোঃ জহুরুল হক, যুগ্ম সম্পাদক জনাব মোঃ হাসান আলী প্রমূখ।

■ খবর প্রেরক: মোঃ মামুনুর রশীদ
অগ্রদূত সংবাদদাতা
দিনাজপুর।

জবি রোভার স্কাউট গ্রুপের চারজন রোভারের পায়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার র‍্যাম্বলিং

পাঁয়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার র‍্যাম্বলিং করার লক্ষ্যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রেসিডেন্ট'স্ রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সেবা স্তরের চারজন রোভার, রোভার স্কাউটস্ এর সর্বোচ্চ সম্মান প্রেসিডেন্ট'স্ রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির লক্ষ্যে শ্রীমঙ্গল থেকে জাফলং পর্যন্ত ১৫০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে র‍্যাম্বলিং আগস্টের শেষার্ধে যাত্রা শুরু করে। পাঁচ দিন ব্যাপী এই প্রোগ্রামে তারা রাজনগর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট, জৈন্তাপুর ও জাফলং পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ র‍্যাম্বলিং করে। এই সময় তারা সমাজ সচেতনতামূলক চারটি শ্লোগান বহন করে- ধুমপান ও মাদককে না বলুন, সুস্থভাবে বেঁচে থাকুন; ট্রাফিক আইন মানবো, দূর্ঘটনা কমাবো; আর নয় শিশুশ্রম, শিক্ষা সবার অধিকার; পানিই জীবন, এর প্রতিটি কণার সদ্ব্যবহার করুন।

পরিভ্রমণ পথে তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ অফিস ইত্যাদি পরিদর্শন করে এবং গণমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়।

পরিভ্রমণ দলের সদস্যরা হলেন-

১. রোভার মোঃ শেখ সাদ আল জাবের শুভ (দলনেতা)
২. রোভার মোঃ আহসান হাবীব (সহকারী দলনেতা)
৩. রোভার মোঃ এনামুল হাসান কাওছার (সদস্য)
৪. রোভার মোঃ হাসান আলী (সদস্য)

রোভার স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের ৯ই আগস্ট ২০১৮ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ হতে পাঁয়ে হেঁটে ৫ দিনে ১৫০ কিলোমিটার চট্টগ্রাম সিটি গেইটের উদ্দ্যেশে যাত্রা শুরু করে।

তাদের এই পরিভ্রমণ এর উদ্বোধন করেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রতন কুমার সাহা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন রোভার স্কাউট লিডার কাজী মো: মুজিবুর রহমান , সহকারী রোভার স্কাউট লিডার গোলাম জিলানী, বরুড়া হাজী নোওয়াব আলী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ইউনিট লিডার আবু নোমান মো সাইফুল ইসলামসহ কলেজের অন্যান্য রোভার ও গার্লস ইন রোভারগণ। পরিভ্রমন-২০১৮ তে অংশগ্রহন করেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরেজি বিভাগ মাস্টাসের ছাত্র মো: জাবেদ হোসাইন, অর্থনীতি বিভাগের স্নাতক শেষবর্ষের ছাত্র রাসেল সরকার, ইসলাম শিক্ষা বিভাগের মো: নোমান, মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র সুদীপ্ত আচার্য্য। পরিভ্রমনকালীন সময়ে তারা পাঁচটি শ্লোগান-সুনাগরিক, শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে রোভারিং তরুনরা করবে নতুন দেশ, ডিজিটাল হবে বাংলাদেশ সন্ত্রাস নয় শান্তি চাই, শংকামুক্ত জীবন চাই, রক্ষা করি পরিবেশ, গড়ি সোনার বাংলাদেশ এবং ও রোভারিং এ শতবর্ষে সুনাগরিক সাড়া দেশে নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ছাত্র/ছাত্রী ও জনসাধারণের সাথে মত বিনিময় করেন।

■ খবর প্রেরক: কুমিল্লা অগ্রদূত সংবাদদাতা

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

আইমার মুগ্ধ দে অর্জন
উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

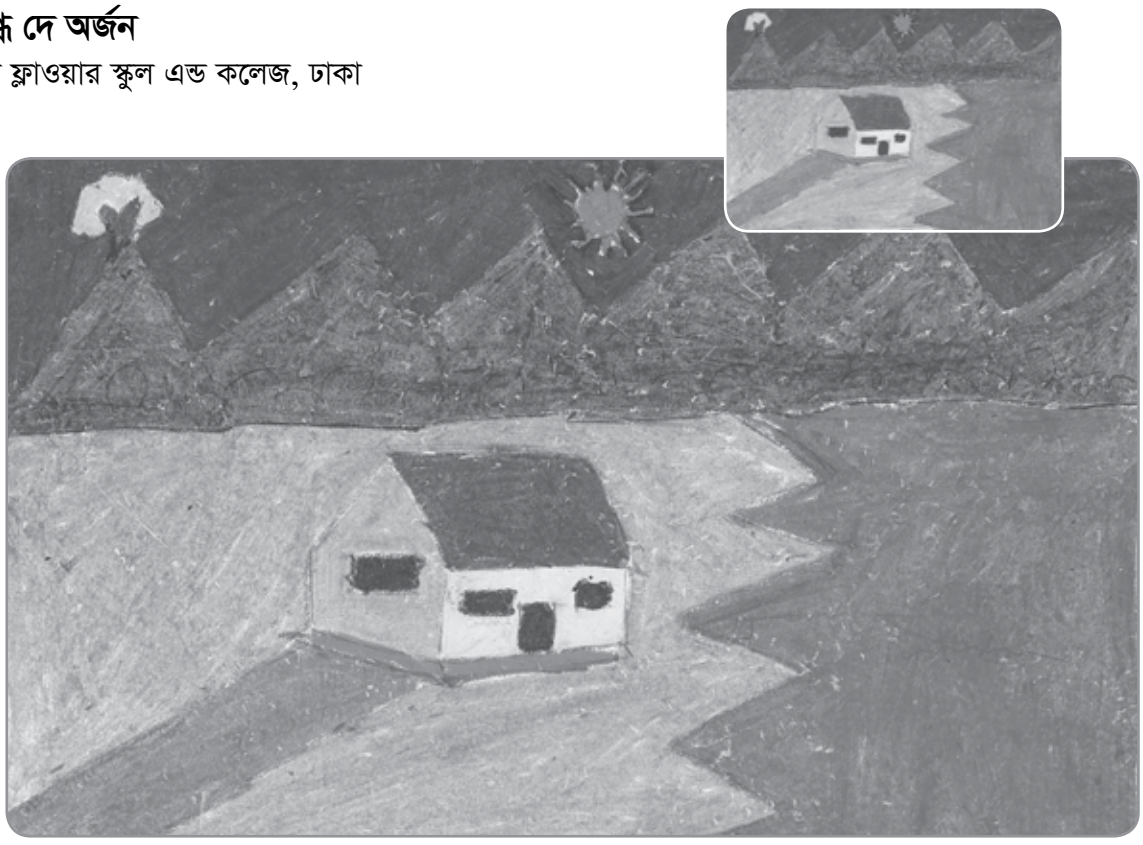

তাকবীর-উল-বাইয়্যান তাল্‌হা
৪০ তম উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কাউট গ্রুপ

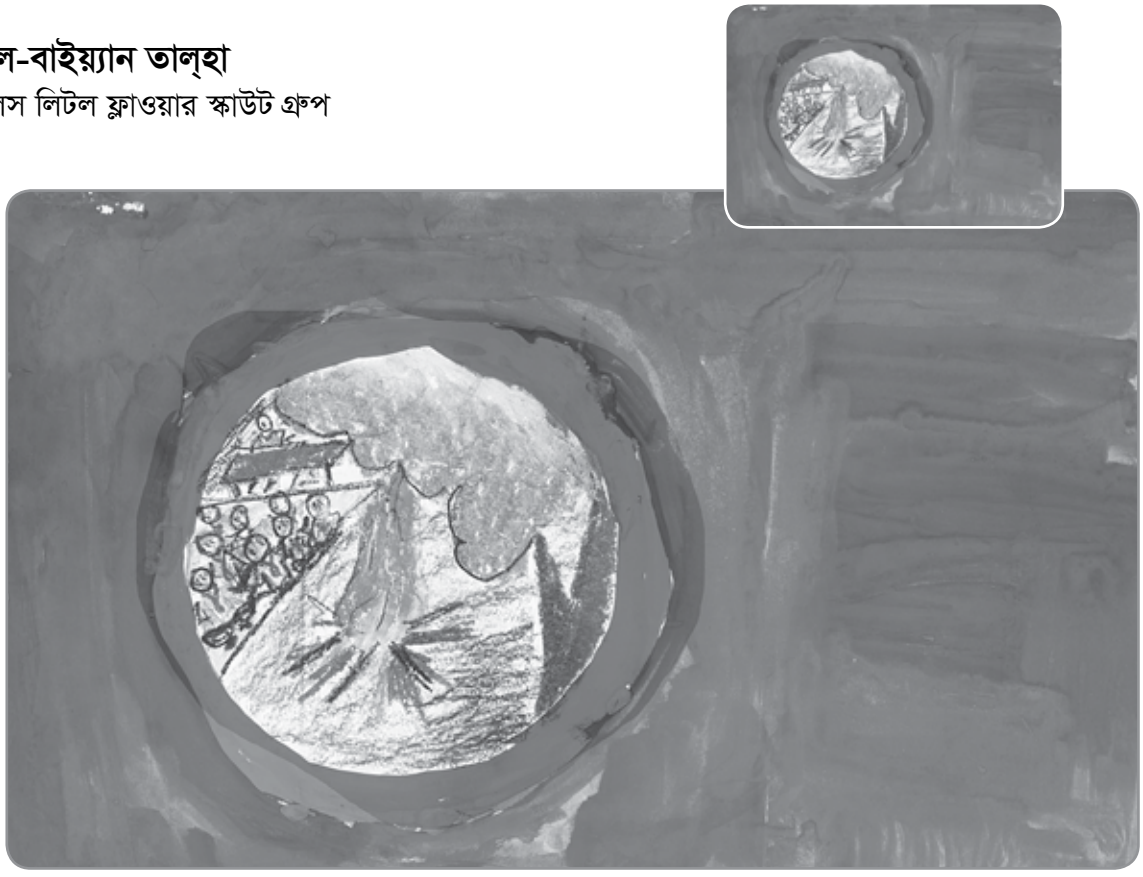

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে ?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের অবসর সময়কে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 62, Issue 08, August 2018

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১ঃ০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578